তিব্বতে শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১০০

সারে-জমিন

আন্ডারপাস তৈরির দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

রূপসী বাংলা

ট্রুডোর পদত্যাগের পর কানাডার কী হবে

সম্পাদকীয়

সরকারি স্কুলে ভর্তিতে ১৬০০ টাকা 'ডোনেশন'

সাধারণ

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আফগান ম্যাচ বয়কটের আহ্বান ব্রিটিশদের

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৮ জানুয়ারি, ২০২৫
২৩ পৌষ ১৪৩১
৬ রজব ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 8 ■ Daily APONZONE ■ 8 January 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

উত্তরপ্রদেশের গ্রামে নগ্ন করে প্যারেড করানো হল তিন মুসলিম মহিলাকে

আপনজন ডেস্ক: উত্তরপ্রদেশের কুশীনগর জেলায় এক মর্মান্তিক ঘটনায় দলিত সম্প্রদায়ের এক মেয়ের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া এক মুসলিম যুবকের পরিবার নৃশংস অথ্যাচারের শিকার হয়েছে। ক্ষুব্ধ মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্ত যুবকের মা ও দুই কাকিমাকে নগ্ন করে গ্রামে ঘোরায়। গত ২ জানুয়ারি এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বলে মঙ্গলবার জানা গিয়েছে।

পরিবারের বিরোধিতা থেকে বাঁচতে কয়েক মাস ধরে প্রেম করা ছেলে ও মেয়েটি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে। পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় মেয়েটির দলিত সমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যার ফলে ছেলেটির বাড়িতে ভিড় জমান তার বাড়ির লোকজন।

ভয়াবহ প্রতিশোধ নিতে ছেলের পরিবারের তিন মহিলাকে জোর করে জনসমক্ষে নগ্ন করে গ্রামজুড়ে ঘোরায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ প্রকাশ করে যে, মহিলারা তাদের রেহাই দেওয়ার আর্জি জানালেও তাতে তারা কান দেয়নি।

আশ্চর্যজনকভাবে, কিছু পথচারী ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের মোবাইল ফোনে ঘটনাটি ধারণ করে। এই নৃশংস ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় মানবাধিকার কর্মী এবং সাধারণ

জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক নিন্দা মিলছে। সূত্রের খবর, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ওই কিশোরীর মামা। হামলাকারীরা এই ঘৃণ্য কাজটিরও ভিডিও করে। জানা গিয়েছে, মেয়েটি দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং গোরক্ষপুরের গুলরিহা থানা এলাকার বাসিন্দা। ভুক্তভোগী এক মহিলা গণমাধ্যমকে বলেন, 'তারা (মেয়ের বাড়ির লোকজন) আমাদের বাড়িতে ঢুকে মারধর করে, জোর করে আমাদের জামাকাপড় খুলে ফেলে, টেনে হিঁচড়ে বের করে গ্রামের আশপাশে ঘোরায়। নির্যাতনকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যখন তিন মহিলা তাদের জানায় যে তারা জানে না যে তাদের মেয়ে কোথায় থাকতে পারে। এ কথা শুনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে মহিলাদের মারধর শুরু করে। ছেলেটির খালা (মাসি) জানান, ৯ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ তাদের মারধর ও কাপড় পুড়িয়ে দেয়। স্থানীয় পুলিশ ঘটনাটি জানতে পেরে তদন্ত শুরু করে এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। কুশীনগর থানার পুলিশ মারধরের মামলা রুজু করেছে।

বাংলাদেশের কারণে গঙ্গাসাগর মেলায় সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগর

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালে সীমান্তের ওপার থেকে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা রুখতে স্থল, আকাশ ও জলপথে সর্বাত্মক নজরদারির আহ্বান জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে সাগর দ্বীপ ও রাস্তায় সিনিয়র আইপিএস অফিসারদের নেতৃত্বে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

সাগরের হেলিপ্যাড থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হওয়ার জন্য হেলিকপ্টারে চড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে হবে। আমি ইতিমধ্যেই নৌবাহিনী ও উপকূলরক্ষী বাহিনীকে সতর্ক থাকতে বলেছি। স্থলে, জলে ও আকাশপথে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বার্ষিক গঙ্গাসাগর মেলা চলাকালীন কোনও অসুবিধা যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। কড়া নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে।

গঙ্গাসাগর সীমান্ত প্রতিবেশী দেশের জলসীমার কাছাকাছি হওয়ায় বাংলাদেশে বর্তমান অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, সমুদ্র সীমান্তের এমন একটি অংশ রয়েছে, যা বিপজ্জনক। নীরবে নজরদারি করতে হবে। আমরা

সীমান্ত অতিক্রম করতে পারব না। তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছিলেন, আমাদের ওয়াচ টাওয়ার বাড়াতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেলার আকাশপথে সমীক্ষার নির্দেশ জারি করেছিলেন এবং ফুটেজটি সংরক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। ড্রোনের নজরদারি জোরদার করার নির্দেশও জারি করেছেন তিনি। তীর্থযাত্রীদের রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং করা হবে যার জন্য ১,১৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ড্রোন ভিত্তিক ট্র্যাকিংয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছি। জিপিএস গাইডেড ইন্টেলিজেন্ট ক্রাউন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২০টি বিশেষ ড্রোন ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করা হবে, যা মেগা কন্ট্রোল রুম থেকে পর্যবেক্ষণ করা হবে। পুলিশ সূত্র জানায়, মেলার পুরো এলাকাকে ১২টি সেক্টর ও ৭টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। সেখানে অন্তত ৩০ জন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাসহ মোট ১৩ হাজার পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে। বম্ব স্কোয়াড, স্নিফার ডগ, কাউন্টার ইনসার্জেন্সি ফোর্স ডিউটিতে থাকবে। লট ৮ থেকে কচুবেড়িয়া পর্যন্ত নদী চ্যানেল পর্যবেক্ষণের জন্য নৌবাহিনীর দুটি দল, একটি কোস্টগার্ড দল এবং পাঁচটি সিভিল ডিফেন্স টিম থাকবে। 'মে আই হেল্প ইউ' পুলিশ বুথ থাকবে এবং সাদা পোশাকে পুলিশ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গঙ্গাসাগর মেলাকে পরিবেশবান্ধব করে তোলাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য।

'মকর সংক্রান্তি' উপলক্ষে গঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে পবিত্র স্নান করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু তীর্থযাত্রী সাগর দ্বীপে জড়ো হন।

৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভার ভোট দিল্লিতে

আপনজন ডেস্ক: দিল্লি বিধানসভার ভোটের দিন ঘোষিত হল আজ মঙ্গলবার। জাতীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানান, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণ। ফল ঘোষিত হবে ৮ তারিখে। দিল্লি বিধানসভার মোট আসন ৭০। ভোট হবে এক দিনেই। এবারের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্রিমুখী। শাসক আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। তৃতীয় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস। গত জুন মাসে লোকসভার ভোটে দিল্লিতে কংগ্রেস ও আপ জোট বেঁধেছিল। কিন্তু দিল্লির সাত আসনই দখল করেছিল বিজেপি। এবার কংগ্রেস ও আপ লড়ছে আলাদা আলাদা ভাবে। লোকসভা ভোটে দিল্লিবাসীর সমর্থন পেলেও গত ২৬ বছর বিজেপি দিল্লির বিধানসভা দখল করতে পারেনি। শেষবার এই কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সুষমা স্বরাজ, ১৯৯৮ সালে, মাত্র ৫২ দিনের জন্য। তারপর টানা পনেরো বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের শীলা দীক্ষিত। অরবিন্দ কেজরিওয়াল আম আদমি গড়ে মুখ্যমন্ত্রী হন। তারপর দুটি নির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হন কেজরিওয়াল। যদিও বর্তমানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে আছেন আতিশি।

ওবিসি, শিক্ষক নিয়োগ ও মহার্ঘ ভাতা মামলার শুনানি ফের পিছল

আপনজন ডেস্ক: ওবিসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়ের করা পিটিশনটি মঙ্গলবার চূড়ান্ত শুনানির জন্য ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করেছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের পরে রাজ্যের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৭৭টি সম্প্রদায়ের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) মর্যাদা বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্ট ২০২৪ সালের ২২ মে রায় দিয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করা মামলার শুনানি চলছিল, সেই শুনানির ছুড়ান্ত দিনের কথা ঘোষণা করল শীর্ষ আদালতে।

বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চ বিষয়টি বিবেচনা করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিবাল আগামী শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ জানালে বিচারপতি গাভাই আশ্বাস দেন, মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে আদালত বন্ধ হওয়ার আগেই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বেঞ্চকে জানান, জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন তাদের হলফনামা জমা দিয়েছে।

গত বছরের অগাস্টে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ রাজ্যের আবেদনের ভিত্তিতে নোটিশ জারি করার সময় ৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য অনুসৃত প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে

একটি হলফনামা জমা দিতে বলে। হলফনামায় জানাতে বলে, সমীক্ষার প্রকৃতি ও ওবিসি হিসাবে মনোনীত ৭৭টি সম্প্রদায়ের তালিকায় কোনও সম্প্রদায়ের বিষয়ে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের সাথে পরামর্শের অভাব ছিল কিনা। অন্যদিকে, রাজ্যের আরও দুটি মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলারও শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না জানান, আগামী ১৫ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। গত বছরের এপ্রিলে কলকাতা হাইকোর্ট এসএসসি কর্তৃক ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেল থেকে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের প্রায় ২৬,০০০ চাকরির নিয়োগ বাতিল করেছিল। কিন্তু ৭ মে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এছাড়া, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) মামলার শুনানি মার্চ মাসে হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। গত বছর ১ ডিসেম্বর মামলাটির শেষ বার শুনানি হয়েছিল।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

মহারাষ্ট্রে কাজে গিয়ে আত্মঘাতী মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মহারাষ্ট্রে পরিযায়ি শ্রমিকের কাজে গিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন বড়ঞার যুবক। মঙ্গলবার ওই যুবকের দেহ বাড়িতে ফিরতেই শোক নেমে আসে এলাকায়। ঘটনাটি বড়ঞা থানার দেওয়ানপাড়া এলাকার। পুলিস জানিয়েছে, মৃতের নাম শের আলম সেখ তাঁর বয়স (৩২)। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১০বছর আগে বিয়ে হয়েছিল যুবকের। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই পরিবারে অশান্তি লেগে থাকত। সেই কারণে প্রায় দুইবছর হল তিনি বাড়ি ছেড়ে মহারাষ্ট্রে চলে গিয়েছিলেন কাজের সূত্রে। সেখানেই রবিবার রাতে নিজের ভাড়া ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতি হন।এরপর এদিন যুবকের দেহ বাড়িতে ফিরতেই শোক নেমে আসে পরিবারসহ গোটা গ্রামে। মৃতের বাবা আনোয়ার সেখ বলেন, প্রায় ১০বছর হল ছেলের বিয়ে হয়েছিল। তাঁর একটি সাত বছরের সন্তানও রয়েছে। তবে বৌমা বেশিরভাগ বাবার বাড়িতে থাকে। তাই নিয়ে সাংসারিক অশান্তি চলছিল। রবিবার বৌমা বাড়িতে এসে আমাদের কাছে ডির্ভোস চেয়ে বসে। এরপর ওইদিন রাতেই ছেলে মহারাষ্ট্রের উড়ানশহরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়।

দুঃস্থ কৃতী তুষিতা দাসকে অর্থ সাহায্য

সাইফুল লস্কর ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুরের দাসপাড়ার তুষীতা দাস, বয়স ৯বছর, টেবিল টেনিস খেলার কৃতি ছাত্রী, রাজ্য স্তরের পদক বিজয়ী, বাবার সামান্য আয়ে কোচিং করাতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে কোচিং বন্ধ হতে চলেছিল। তুষিতার বাবার আবেদনে সারা দিয়ে গোপাল কর্মকার মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে রবিবার তার বাসভবনে গিয়ে কিছু অর্থ ও জামাকাপড় পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে আরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে ঋণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি অবৈধভাবে পোস্ট করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অভিযোগ, তাঁর ছবি দেখিয়ে লোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একটি অ্যাপের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় লোনের বিষয়টি প্রচার করা হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসতেই এবিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে দলের তরফে।

জানা গিয়েছে, একটি অ্যাপসের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে ঋণ দেয়া হবে বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। সেখানে উল্লেখ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ সুদ ছাড়াই লোন দেয়া হচ্ছে। বিষয়টি নজরে আসতেই এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মফিজ উদ্দিন মিয়া বালুরঘাট সাইবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অন্যদিকে, অভিযোগ পেতেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে পুলিশের তরফে। মূলত কারা এর পেছনে রয়েছে, দ্রুত সেই বিষয়টি উদঘাটন করে তাদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল নেতা মফিজ উদ্দিন মিয়া।

এ বিষয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মফিজ উদ্দিন মিয়া বলেন 'আমাদের দলনেত্রীর ছবি ব্যবহার করে এটি অ্যাপ্স তৈরি করে মানুষকে প্রতারিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ৪০ হাজার টাকা করে লোন দেয়া হবে। দলের কিংবা আমাদের নেত্রীর অনুমতি ছাড়া এরকম ভাবে কোন ছবি ব্যবহার করা যায় না। এটা একরকম আইনত অপরাধ। এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এই প্রতারণার যে চক্র, সেই চক্রকে চিহ্নিতকরণ করে তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এজন্যই আজ আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করলাম দলের তরফে।'

গাজোলে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি রাস্তার শিলান্যাস

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মঙ্গলবার সকালে মালদহ জেলার গাজোল ব্লকে প্রায় ৫ কোটি ১৩ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে তিনটি রাস্তার শিলান্যাস করা হল। হেল্থ সাবসেন্টারে তৈরি শুভ উদ্বোধন করা হল যার খরচ ১০ লক্ষ টাকা।

এদিন এই উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন,গাজোলের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস,জয়েন্ট বিডিও সুব্রত শ্যামল, গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন সহ অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে,এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বৈরগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকমোড় থেকে রাইকাদিঘি মিলের ১৩১৫ মিটার রাস্তা, দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলিপুকুর থেকে নকরা পুরি ১৬৮০ মিটার রাস্তা, আলালের ইন্দ্র সহিল থেকে আদিবাসী পাড়া ২৪৫৫ মিটার রাস্তার শিলান্যাস করা হল। সব মিলিয়ে যার আনুমানিক মূল্য পাঁচ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।রাস্তা বহুদিন ধরে বেহাল অবস্থা থাকায়, অবশেষে রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু হচ্ছে যার জেরে খুশি এলাকায় সাধারণ মানুষ।

উড়ালপুলের জন্য ২০টি গ্রাম সমস্যার মুখে, আন্ডারপাসের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: উড়াল পুল তৈরী হওয়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ২০ টি গ্রাম, আন্ডারপাস তৈরীর দাবীতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ২০ টি গ্রামের পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষের ।

উড়ালপুল তৈরী হওয়ায় বিষ্ণুপুর শহরের সঙ্গে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে রেল লাইনের অপর পাড়ে থাকা প্রায় ২০ টি গ্রাম।

আন্ডারপাস তৈরীর দাবীতে বারংবার রেল ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। আর তার জেরে এবার ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ওই ২০ টি গ্রামের স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর স্টেশনের কাছে দীর্ঘদিন ধরে একটি রেল ফটক ধরে বিষ্ণুপুর শহরে যাতায়াত করতেন রেল লাইনের অপর পাড়ে

থাকা কুসুমবনি, ঝরিয়া, বনকাটি, কামারবাঁধ, হারাবতি, দ্বাদশবাড়ি, কাঁটাবাড়ি সহ প্রায় ২০ টি গ্রাম। এই গ্রামগুলির মানুষ শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য সমস্ত বিষয়েই নির্ভরশীল বিষ্ণুপুর শহরের উপর। এতদিন রেল ফটক দিয়ে সহজেই বিষ্ণুপুর শহরে যাতায়াত করত ওই গ্রামগুলির স্কুল কলেজ পড়ুয়া থেকে কৃষজীবী মানুষজন। কিন্তু বছর খানেক আগে সেই রেল ফটক বন্ধ করে সেখানে উড়ালপুল চালু করা হয়। আর এতেই চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েন ওই ২০ টি গ্রামের মানুষ। উড়ালপুল দিয়ে রেল লাইন পারাপার করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা। অগত্যা অনেক ঘুরপথে গ্রামগুলির স্কুল কলেজ পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ নিত্য দিনের প্রয়োজনে বিষ্ণুপুরে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। অবিলম্বে উড়ালপুল সংলগ্ন এলাকায় আন্ডারপাস তৈরী করার দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন ওই গ্রামগুলির বাসিন্দারা। বারংবার দাবী পূরণের জন্য রেল ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু তারপরেও দাবীপূরণ না হওয়ায় আজ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বিষ্ণুপুরের উড়ালপুলের মুখে রাস্তায় বসে অবরোধ শুরু করে স্থানীয় স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। আন্ডারপাসের লিখিত প্রতিশ্রুতি না মেলা পর্যন্ত জাতীয় সড়ক অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এদিকে সকাল থেকে অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় ব্যস্ততম ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। পরে সাধারণ মানুষরা বিষ্ণুপুর স্টেশনে এসে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তাদের একটাই দাবি দ্রুত তাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে ।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে চালু হয়ে গেল নলগোড়া ও ঢোসা হাট সেতু

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর
সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার হল অবসান। মঙ্গলবার সাগরদ্বীপ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে চালু হয়ে গেল সুন্দরবনের তিনটি ব্লকের সংযোগকারী নলগোড়া সেতু। জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মণিনদীর উপর এই সেতুটি নির্মাণ হয়েছে। সেতুর দৈর্ঘ্য ৬৭.২৮ মিটার,প্রস্থ ১২ মিটার,প্রকল্পের জন্য ব্যয় হয়েছে ১০.৭৬৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের কাজ শেষ হয় ২০২৪ এ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং-১ নম্বর ব্লকের ও জয়নগর-১ নম্বর ব্লক সীমান্তবর্তী পিয়ালি নদীর তীরে বাম আমলে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে ধোসাহাট সেতুর কাজ শুরু হয়েছিল ২০১০ সালের ৭ জানুয়ারি।শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী। ক্যানিং ও জয়নগর মধ্যস্থ পিয়ালী নদীর উপর থাকা সেতুর কাজ কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হয়। এই সেতুটি চালু হওয়ার পরে রায়দীঘি ও কুলতলির বিধানসভার কয়েক লক্ষ মানুষের যাতায়াতের পথ আরও সুগম হল। এখন থেকে খুব কম সময়ে কুলতলি ও রায়দীঘির মানুষ একদিক থেকে আর এক দিকে যেতে পারবে।সেতু সুচনা হওয়ায় ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া, দাঁড়িয়া, ভলেয়া, ডেভিসাবাদ, পাঙ্গাশখালি, সাতমুখী, বদুকুলা, আমতলা, হেড়োভাঙ্গা, গোলাবাড়ি ও জয়নগরের তিলপি, ধোসা, চন্দনেশ্বর, উত্তরভাগ, বারুইপুর, গোচারণ, দক্ষিণ বারাসাত,

মগরাহাট এলাকার হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।সরকারি ভাবে এই সেতুটি নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছিল হুগলির রিভার ব্রিজ কমিশন। তবে কমিশন সেই কাজের বরাত দিয়ে ছিল একটি বেসরকারি সংস্থাকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাগরদ্বীপ থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধনের সময় নলগোড়ায় একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, রায়দিঘির বিধায়ক ডা. অলক জলদাতা, মথুরাপুর ২ নং বিডিও ড. নাজির হোসেন, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, কুলতলি থানার আইসি ফারুক আহমেদ, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুৎ অধিকারী সহ আরো অনেকে।এদিন এ ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, নলগোড়ার এই সেতুটি বাম আমলে দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়ে ছিল এবং কাজগুলি সম্পন্ন হয়নি।আমি বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর সুন্দরবন দফতরের আর্থিক সহযোগিতা এবং এইচ আর বি সি উদ্যোগে কাজটিকে শেষ করাই। আর এটি চালু হওয়ায় বহু মানুষ উপকৃত হবেন। রায়দীঘির বিধায়ক ডা: অলক জলদাতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সুন্দরবনের যোগাযোগের আর ও একটি সেতুর উদ্বোধন হয়ে গেল।আর এই সেতুর মধ্যে দিয়ে দুটি বিধানসভার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলো।আর এই সেতু চালু হওয়ায় খুশি নলগোড়া এলাকার মানুষ। অন্যদিকে ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সহায়তায় জয়নগর ও ক্যানিং থানা সংযোগকারী ঢোষা সেতুর উদ্বোধন হয়ে গেল। এদিন এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নং ব্লকের ঢোষায় উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য সহ আরো অনেকে।

বহরমপুর বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে জয়ী আবু বাক্কার

বশির হাসান ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুর বার অ্যাসোসিয়েশনে ২০২৫ এর ইলেকসনে আবারোও জয়ী হলেন আবু বাক্কার সিদ্দিক-বহরমপুর বার অ্যাসোসিয়েশনে ২০২৫ ,এর ভোট হল । মূল প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রী তুষার কান্তি মজুমদার,ভোট পেয়েছেন ৩১৮, আবু বক্কার সিদ্দিকী ভোট পেয়েছেন ৩৭০, ভোট(৩৭০-৩১৮)=৫২ ভোটে জয়ী হলেন আবু বাক্কার সিদ্দিক । সহ-সভাপতিহিসাবে প্রার্থী শ্রী দেবাশীষ রায় ভোট পেয়েছেন ২৮১ আশরাফ হোসেন ভোট সংখ্যা ৩৮৭ ,বার এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি হলেন.আশরাফ হোসেন , বার অ্যাসোসিয়নের সম্পাদক পদপ্রার্থী কাল্পতরু ঘোষ ভোট সংখ্যা ৪৩৭, রফিকুল ইসলাম ভোট পেয়েছেন ২৩৩ । বার এসোসিয়েশন সম্পাদক হিসাবে কল্পতরু ঘোষ জয়ী হলেন। জয়ী বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবু বাক্কার সিদ্দিকী বলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত সদস্যদের কর্মক্ষেত্র নিরাপত্তা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাব। সম্পাদক কল্পতরু ঘোষ বলেন, আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আরামবাগের মাদ্রাসায় মসজিদের ভিত্তি স্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: আরামবাগ মাদ্রাসা আমিনিয়া ইসলামিয়ার মসজিদের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে এক নূরানী দোওয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস ও সদর মুফতি নায়েবে আমিরুল হিন্দ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ সৈয়দ সালমান মনসুরপুরী,নিজে হাতে ভিত্তি স্থাপন করেন। উপস্থিত ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস ও সিনিয়র অধ্যাপক আল্লামা মুফতী ইউসুফ তালবী, দারুল উলুম সেহরাবাজার মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মুফতি সাইফুল্লাহ কাসেমী। সেহারা বাজার দারুল উলুমের কার্যকারী সম্পাদক আলহাজ্ব আশরফ আলি, আবু মোতালিব (প্রাক্তন ডিস্ট্রিক্ট জজ), সেখ সেলিম, মোহাম্মদ ইয়াসিন, মাওলানা মনিরুদ্দিন, মুফতি মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

মাজদিয়ায় মিষ্টির দোকানে আগুন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া স্টেশান সংলগ্ন জগবন্ধু মিষ্টান্ন ভান্ডারে ভোট চারটে নাগাদ আগুন লাগে । আগুন লাগার পর গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট হলে শব্দে এলাকাবাসীরা ছুটে আসেন । স্থানীয় মানুষজন এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে দুজন মারাত্মকভাবে আহত হন তাদেরকে প্রথমে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসক জেলা হাসপাতালে পাঠায়। । এরপর কৃষ্ণনগর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে এবং আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে । মাজদিয়া স্টেশন লগ্ন বাজারে বিভক্ত আগুন লাগায় স্টেশনে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

আগুনে মারাত্মকভাবে যখন দুজন হলেন অরুণ সিংহ ও চঞ্চল হালদার । কি কারনে আগুন লাগলো এখনো কিন্তু সে ব্যাপারে বোঝা যায়নি ।

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মনোনীত হলেন কামরুজ্জামান

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডে'র সদস্য মনোনীত হয়েছেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান। সূত্রে খবর, আগামী সোমবার কলকাতায় বোর্ডের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে মাওলানা মুহাম্মদ কামরুজ্জামানকে সদস্যের দায়িত্বভার অর্পণ করা হবে। জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের উনিশতম সভা ডেকে আগামী তিন বছরের জন্য মুহাম্মাদ কামরুজ্জামানকে মনোনীত করা হয়। পরবর্তীতে ১০ই ডিসেম্বর মুহাম্মাদ কামরুজ্জামানের সম্মতি চেয়ে বোর্ডের তরফে প্রস্তাব পত্র পাঠানো হয়। মুহাম্মাদ কামরুজ্জামান জানান, '২১শে ডিসেম্বর শুক্রবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রস্তাব পত্র পেয়ে ২৭ শে ডিসেম্বর শুক্রবার আমি আমার সম্মতির কথা জানিয়েছি। ৩০ শে ডিসেম্বর সোমবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের তরফে টেলিফোনের মাধ্যমে

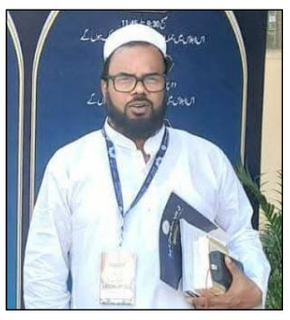

আমার সম্মতি পত্র গ্রহণের কথা জানানো হয়। পরের দিন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্যদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমাকে যুক্ত করে নিয়েছেন। বোর্ডকে আমি ধন্যবাদ জানায় আমাকে মনোনীত করার জন্য। পাশাপাশি মুসলিম পার্সোনাল ল-এর সুরক্ষা, সমস্ত মুসলিম সংগঠনের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, শরীয়ত সুরক্ষা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।'

ইতিমধ্যেই বাংলা থেকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্যদের তালিকায় রয়েছেন, মাওলানা সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, মাওলানা ইসহাক মাদানী, শেখ হায়দার আলী, মাওলানা নিয়ামত হোসেন হাবিবি, ক্বারী ফজলুর রহমান, জামিল মানজার, মওলানা আবু তালিব রহমানি, মুফতি নিমাতুল্লাহ, হাজি নিয়াজ আহমেদ, নুরজাহান শাকিল, সুবহি আজিজ, উজমা আলম, ডা. নিলাম গাজালা প্রমুখ। এবার সেই তালিকায় নতুন সংযোজিত হলো মাওলানা মুহাম্মাদ কামরুজ্জামানের নাম। সংখ্যালঘু বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে ও তৎকালীন মাদ্রাসার ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব হিসাবে বাংলায় সুপরিচিত নাম মাওলানা কামরুজ্জামান। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আনা প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৪ প্রত্যাহারের দাবিতে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার ধর্মতলায় মহা সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে মুখ্য উদ্যোক্তা হিসাবে ছিলেন মাওলানা কামরুজ্জামান। সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, এবং সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্যদের তালিকায় স্থান পেলেন তিনি।

প্রাইমারি স্কুলের পাশ থেকে লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ থেকে প্রায় ছ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার করল বনদপ্তরের কর্মীরা । যা নিয়ে গ্রাম জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। জানা যায় রাজনগরের কাষ্ঠগড়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে মঙ্গলবার দুপুরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা টিফিনের সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলছিল। সে সময়ই তাদের চোখে পড়ে ওই বিশাল আকারের অজগরটি। ফলে বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রাজনগর বনদপ্তরকে খবর দেন। রাজনগর বনদপ্তরের দুই বনকর্মী বিমল মাহাতো, এবং সনাতন মাহাতো সহ আরো দুই কর্মী ওই বিদ্যালয়ের পাশে গিয়ে সেখান থেকে প্রায় ছয় ফুট লম্বা অজগরটি উদ্ধার করেন। এরপর অজগরটিকে রাজনগর বনদপ্তরের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে অজগরটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর লোকালয় থেকে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে পুনর্বাসন দেন বন কর্মীরা। উল্লেখ্য কাষ্ঠগড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশেই রয়েছে ঘন জঙ্গল। সেখান থেকেই সম্ভবত খাবারের খোঁজে অজগরটি বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্টের পর স্কুলে ভর্তি ফি-র টাকা পেল দরিদ্র নাজিরা

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি গ্রামের বাসিন্দা নাঈম আখন(পেশায় দিনমজুর) ও স্ত্রী রাজিয়া আখন গৃহবধূ । তাদের তিন কন্যা সন্তান রয়েছে । এই পরিবারের তবে। মেজো মেয়ে নাজিরা পড়াশোনায় খুবই ভালো। বাবা-মা চাইতো মেজ মেয়ে পড়াশোনা করে বড় হোক। কিন্তু টাকার অভাবে মেজ মেয়েকে ভর্তি করতে পারছিল না। মাত্র ৩০০ টাকা জন্য বাবা-মা। কেননা এই পরিবারটা একমাত্র উপার্জনকারী তার বাবা। হঠাৎ তার বাবা বলে দেয়। তোদেরকে লেখাপড়ার করাতে পারবো না। কেননা আমার কাছে ভর্তি ফি টাকা নেই। তোদেরকে ভর্তি করতে পারবো না স্কুলে। তখন কান্নায় ভেঙে পড়ে নাজিরা। সেই খবর তথ্য দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার পর। পোস্টে উল্লেখ করেন

মেধাবী ছাত্রী। অর্থের জন্য ভর্তি হতে পারছে না। ক্লাস সিক্সে। ভর্তি ফি ৩০০ টাকা।পাশে থাকার আবেদন রইল। সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন বহু জন। নাজিরা আখন কে। তার বাড়িতে আসেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সোনার তরী চারিটেবল ট্রাস্টের সম্পাদক শ্রীকান্ত বধু ও শান্তনু বাস। তার হাতে তুলে দিলে ভর্তির টাকা সহ স্কুল ব্যাগ, বই, খাতা ও পোশাক। পাশাপাশি শ্রীকান্ত ও শান্তনু বলেন যতদিন পড়তে চায়। ততদিন এর খরচা বহন করবো আমরা। তবে নাজিরা ভর্তি টাকা পেয়ে খুশি। নাজিরা পঞ্চম থেকে সিক্সে উঠবেন এবার। নাজিরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসার চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি কামালিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রী। তবে নাজিরা আখন জানিয়েছে, আমি বড় হয়ে শিক্ষক হতে চাই। শিক্ষক হয়ে আমার মতো অসহায়, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে পড়াব। আপনারা আমার জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এ স্বপ্ন যেন বাস্তবায়ন করতে পারি।

প্রথম নজর

ভারি বৃষ্টিতে সৌদি আরবের মক্কা-মদিনায় বন্যা

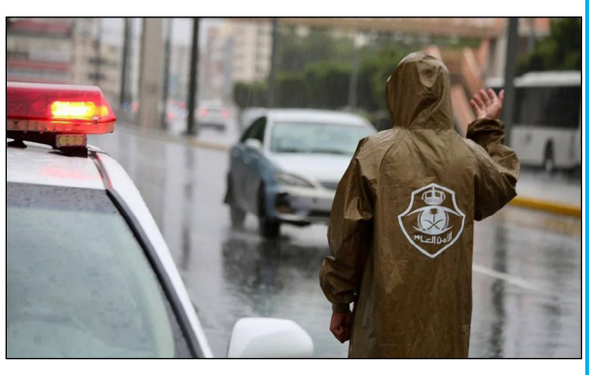

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের মক্কা-মদিনা অঞ্চল ও জেদ্দা শহরে ভারি বৃষ্টিপাতে বন্যা দেখা দিয়েছে। সোমবার এ অঞ্চলগুলোতে বজ্রসহ ভারি বৃষ্টিপাত হয়।

মঙ্গলবার দেশটির ন্যাশনাল মেটিওরোলজিক্যাল সেন্টারের (এনএমসি) বরাত দিয়ে গালফ নিউজ জানিয়েছে, আকস্মিক বন্যার কারণে জেদ্দাসহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

স্থানীয় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, ধূলিঝড়ের পূর্বাভাসসহ এ ধরনের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

সৌদি আরবের পরিবেশ, জল ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বদর প্রদেশের আল-শাফিয়াহতে সর্বোচ্চ ৪৯ দশমিক মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে। এরপর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে জেদ্দার আল-বাসাতিনে।

ইরানে এক বছরে অন্তত ৯০০ মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

আপনজন ডেস্ক: গত বছর ইরানে ৯০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। এর মধ্যে শুধু ডিসেম্বর মাসের এক সপ্তাহেই প্রায় ৪০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এ ছাড়া নারীদের মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক মঙ্গলবার এসব তথ্য জানান। ২০২৪ সালে অন্তত ৯০১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে জানিয়ে তুর্ক বলেন, 'ইরানে প্রতিবছর মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়াটা গভীর উদ্বেগজনক। ইরানের এই ক্রমবর্ধমান মৃত্যুদণ্ডের স্রোত বন্ধ করার এখনই সময়।' ইরানে হত্যাকাণ্ড, মাদক চোরাচালান, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের মতো বড় অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য সংগঠন বলছে, চীনের পর ইরানই প্রতিবছর সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। তবে চীনের মৃত্যুদণ্ডের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। অ্যাক্টিভিস্টরা ইরানে মৃত্যুদণ্ডের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ, সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির শাসনাধীন সরকার ২০২২-২৩ সালে দেশব্যাপী বিক্ষোভের পর সমাজে ভীতি ছড়ানোর অস্ত্র হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকে ব্যবহার করছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয় জানিয়েছে, গত বছরের বেশির ভাগ মৃত্যুদণ্ডই মাদকসংশ্লিষ্ট অপরাধে কার্যকর করা হয়েছে। তবে তারা বলেছে, '২০২২ সালের বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন ও ভিন্নমতাবলম্বীদেরও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। নারীদের মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।' নরওয়েভিত্তিক ইরান হিউম্যান রাইটস (আইএইচআর) জানিয়েছে, ২০২৪ সালে অন্তত ৩১ জন নারীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তুর্ক বলেন, 'আমরা সব ধরনের পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করি। এটি জীবনের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসংগত এবং এতে নিরপরাধ ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকি বাড়ে। পরিষ্কার করে বলতে চাই, এমন কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় সুরক্ষিত।' জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান ইরানি কর্তৃপক্ষের প্রতি সব ধরনের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার ও মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্তির লক্ষ্যে একটি স্থগিতাদেশ জারি করার আহ্বান জানান।

তিব্বতে শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১০০

আপনজন ডেস্ক: চীনের তিব্বতের প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৫ জনে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম সিনহুয়ার বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৫ মিনিটে এ ভূমিকম্প আঘাত হানে।

রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৮। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল মাটির মাত্র ১০ কিমি গভীরে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ১ মাত্রা। উৎপত্তিস্থল ছিল তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে প্রায় ৫০ মাইল পশ্চিমে ডিংরি কাউন্টি। লাসা থেকে ২৮০ কিলোমিটার দূরে তিব্বতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর শিগাৎসিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেখানে ধর্মগুরু পাঞ্চেন লামার বাসস্থান।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিব্বতের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের জিগাজে শহরের ডিংরি কাউন্টিতে ৭ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে ৯৫ জন নিহত ও ১৩০ জন আহত হয়েছেন।

চীনের জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়া মানুষদের খুঁজে বের করার জন্য প্রায় ১ হজার ৫০০ অগ্নিনির্বাপক ও উদ্ধারকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

রয়টার্স বলছে, পাঁচ বছরে ২০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে রেকর্ড করা সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পটিতে কেঁপে ওঠে প্রতিবেশী নেপাল, ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশ।

চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকারী সিসিটিভিতে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে, ভূমিকম্পের পর ধ্বংসাবশেষের চারপাশে দেয়াল ভেঙে পড়েছে এবং ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। ভূমিকম্পের পর ওই অঞ্চলে একাধিকবার পরাঘাত (আফটার শক) অনুভূত হয়েছে। পরাঘাতের সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৪।

কেন পদত্যাগ করলেন জাস্টিন ট্রুডো

আপনজন ডেস্ক: এক দশক আগে কানাডার নির্বাচনে জয়লাভের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হন জাস্টিন ট্রুডো। সুদর্শন এই রাজনীতিবিদ তার বংশীয় রাজনৈতিক মর্যাদা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিশ্বব্যাপী আবেদন তুলেছিলেন। এখন তিনি ঘোষণা দিয়েছেন পদত্যাগের।

জাস্টিন ট্রুডো কেন পদত্যাগ করছেন?

নানা কারণে জাস্টিন ট্রুডোর জনপ্রিয়তা যত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল; ঠিক তত দ্রুতই ম্লান হয়ে গেছে। ২০২১ সালে এসে তার দল একাধিক বিতর্কের কারণে সংসদে বেশ কয়েকটি আসন হারিয়েছিল। এ কারণেই তার দলকে কানাডার বামপন্থী নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে সংখ্যালঘু সরকার গঠন করতে হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি, তার জনপ্রিয়তা সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কারণের মধ্যে অন্যতম হলো- দল থেকে বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের প্রস্থান এবং কানাডার জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হঠাৎই উপ-প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ডের পদত্যাগের ঘটনাটি ছিল ট্রুডোর জন্য আরেকটি বড় ধাক্কা। তখন ফ্রিল্যান্ড বলেছিলেন, ট্রাম্পের হুমকিকে গুরুত্বসহকারে না নেয়াটা ছিল তার ব্যর্থতা। কানাডায় এমন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শুরু হলো, যখন কী না দেশটি বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। ২০ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে যাওয়া ডোনাল্ড

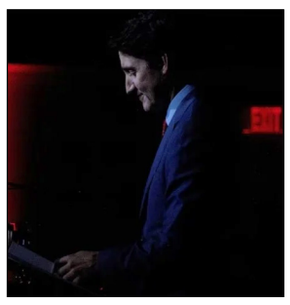

ট্রাম্প এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি দায়িত্ব নিলে কানাডার পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্কারোপ করবেন। ট্রাম্পের এই হুমকি কিভাবে মোকাবিলা করা হবে তা নিয়ে অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড এবং মিস্টার ট্রুডোর মধ্যকার মতবিরোধের কারণেই এ পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে।

ফ্রিল্যান্ড সম্প্রতি-ঘোষিত ট্যাক্স হলিডে এবং লাখ লাখ কানাডিয়ানকে চেক পাঠানোর পরিকল্পনাকে "ব্যয়বহুল রাজনৈতিক কৌশল" বলে উল্লেখ করেছেন। "আমাদের দেশ একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি," লিখেছেন অর্থমন্ত্রী ফ্রিল্যান্ড। ফ্রিল্যান্ড তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার কিছুক্ষণ আগে, আবাসন মন্ত্রী শন ফ্রেজারও পদত্যাগ করেন।

মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় তখন নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা জগমিত সিং জনসমক্ষে ট্রুডোকে পদত্যাগের আহ্বান জানান। কানাডার বামপন্থী নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা সিং বলেন, তারা বারবার মানুষকে হতাশ করেছে। জাস্টিন ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ছিল জনগণের জন্য কাজ করতে না পারা।

ট্রুডো কীভাবে ক্ষমতায় এলেন?

জাস্টিন ট্রুডো এমন এক সময়ে লিবারেলদের নেতৃত্ব অর্জন করেছিলেন যখন দলে ভয়াবহ দুঃসময় চলছিল। ২০০৬ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দলটি সাত বছরেরও বেশি সময় ক্ষমতার বাইরে ছিল এবং প্রথমবারের মতো হাউস অব কমন্সে তাদের অবস্থা নেমে আসে তৃতীয়তে।

প্রাক্তন লিবারেল প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডোর ছেলে, জাস্টিন ট্রুডো দ্রুত একজন তরুণ এবং ক্যারিশম্যাটিক রাজনীতিবিদ হিসাবে রূপান্তরিত হন। ২০১৫ সালে তার তারুণ্যের চমক এবং আশাব্যঞ্জক রাজনৈতিক বার্তায় প্রভাবিত হন ভোটারেরা। তারা বিপুল সংখ্যক ভোট দিয়ে লিবারেলদের তৃতীয় স্থানের দল থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে পার্লামেন্টে অধিষ্ঠিত করে, যা কানাডার রাজনৈতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন। ট্রুডো যখন প্রধানমন্ত্রী হন, তখন বারাক ওবামা, আঙ্গেলা ম্যার্কেল, শিনজো আবে এবং ডেভিড ক্যামেরনের মতো বিশ্বনেতারা শাসনক্ষমতায় ছিলেন। সমসাময়িক এসব নেতা একে একে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিলেও ট্রুডো তার পদে বহাল থাকেন।

ট্রুডো নারীবাদ, পরিবেশবাদ এবং আদিবাসীদের অধিকার এবং তার মন্ত্রিসভায় লিঙ্গ সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই তাকে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে। তবে জাস্টিন ট্রুডোর আকাশচুম্বী রাজনৈতিক সুসময় বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। লিঙ্গ সমতা পরে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে যখন তার মন্ত্রিসভার দুইজন নারী মন্ত্রী ২০১৯ সালে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হন।

কুখ্যাত গুয়ানতানামো কারাগার থেকে মুক্তি ১১ ইয়েমেনির

আপনজন ডেস্ক: কুখ্যাত গুয়ানতানামো বে কারাগার থেকে ১১ ইয়েমেনিকে মুক্তি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ সোমবার বলেছে, তারা ১১ ইয়েমেনি বন্দীকে গুয়ানতানামো কারাগার থেকে ওমানে পুনর্বাসন করেছে। ১৫ জন এখনো কিউবায় বিতর্কিত মার্কিন এই ঘাঁটিতে আটক রয়েছে।

প্রতিরক্ষা দফতরের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে ওয়াশিংটন থেকে এএফপি জানায়, 'যুক্তরাষ্ট্র বন্দীর সংখ্যা হ্রাস এবং শেষ পর্যন্ত গুয়ানতানামো-বে কেন্দ্রটি বন্ধ করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলমান মার্কিন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য ওমান সরকার ও অন্যান্য অংশীদারদের সদিচ্ছার প্রশংসা করেছে।'

প্রতিরক্ষা দফতর বলেছে, ১১ ইয়েমেনির মুক্তির ঘোষণার পাশাপাশি এক বন্দীকে তিউনিসিয়ায় প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। তাদের মুক্তির ফলে গুয়ানতানামো কারাগারে বন্দী সংখ্যা এখন মাত্র ১৫ জন। কারাগারটিতে সর্বোচ্চ ৮০০ বন্দী রাখা হয়েছিল।

প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, অবশিষ্ট বন্দীদের মধ্যে তিনজন স্থানান্তরের জন্য যোগ্য, তিনজন সম্ভাব্য মুক্তির জন্য পর্যালোচনার জন্য যোগ্য, সাতজন অভিযোগের সম্মুখীন এবং দু'জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সাজা দেয়া হয়েছে।

বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০২০ সালে তার নির্বাচনের আগে গুয়ানতানামো-বে বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার মেয়াদের এখন আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি রয়েছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার (১/১১) পরিপ্রেক্ষিতে 'সন্ত্রাসী' গোষ্ঠীগুলোকে অপসারণ করা ও যে সকল দেশ 'সন্ত্রাসবাদের' পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্র ও এর অন্যান্য মিত্র দেশের 'ওয়ার অন টেরর' অভিযানকালে এই স্থাপনাটি খোলা হয়। বন্দীদের অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব কিউবার একটি মার্কিন নৌ ঘাঁটিতে নির্মিত কারাগারটি ৯/১১-এর পরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতীক হয়ে ওঠার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক নিন্দা জানানো হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বিচার ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের আটকে রাখা এবং বিতর্কিত জিজ্ঞাসাবাদ পদ্ধতি নিয়ে অধিকার গোষ্ঠীগুলো ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। জাতিসঙ্ঘের বিশেষজ্ঞরা এটিকে 'তুলনাহীন কুখ্যাতির' ঘাঁটি হিসেবে নিন্দা করেন।

ফ্রান্সের উগ্র ডানপন্থী রাজনীতিবিদ মারি লা পেনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্সের অতি-ডান রাজনীতিবিদ জিন-মারি লা পেন ৯৬ বছর বয়সে মারা গেছেন। বার্তা সংস্থার এএফপি পারিবারিক বিবৃতির বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আইসিইউ'তে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। সেখানেই মঙ্গলবার দুপুরে তার মৃত্যু হয় বলে তার পরিবার জানিয়েছে। চরম ডানপন্থী লা পেন ১৯৭২ সালে ফরাসি অতি-ডান জাতীয় ফ্রন্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ২০০২ সালে জ্যাক শিরাকের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। লা পেনের কন্যা, মেরিন, ২০১১ সালে দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর থেকে তিনি দলটিকে ন্যাশনাল র‍্যালি হিসেবে পুনঃব্র্যান্ডিং করেছেন, এটিকে ফ্রান্সের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর একটিতে পরিণত করেছেন। জর্ডান বারডেলা, যিনি ২০২২ সালে মেরিন লা পেনের স্থলাভিষিক্ত হন, বলেছিলেন যে জিন-মেরি 'সর্বদা ফ্রান্সের সেবা করেছেন' এবং 'তার পরিচয় এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন'। দূর-ডান জাতীয়তাবাদী এরিক জেমুর এক্স-এ বলেছিলেন যে, 'বিতর্ক এবং কেলেঙ্কারির বাইরে' লা পেনকে 'অস্তিত্বের হুমকির মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও ফ্রান্সকে সতর্ক করা প্রথম ব্যক্তি' হিসাবে স্মরণ করা হবে। কয়েক দশক ধরে, লা পেন ছিলেন ফ্রান্সের সবচেয়ে বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার সমালোচকরা তাকে একজন অতি-ডান ধর্মান্ধ হিসেবে নিন্দা করেছিলেন এবং তার উগ্র মন্তব্যের জন্য আদালত তাকে বেশ কয়েকবার দোষী সাব্যস্ত করেছিল। ২০১৫ সালে হলোকাস্ট নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তাকে তারই প্রতিষ্ঠিত দল ন্যাশনাল র‍্যালি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ভ্রমণে যাচ্ছেন ট্রাম্পপুত্র, কিনতে চান গ্রিনল্যান্ড দ্বীপটি

আপনজন ডেস্ক: নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েকবার তার বক্তব্যে গ্রিনল্যান্ড কিনে নেয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত এ দ্বীপে তার বড় ছেলের ভ্রমণে গ্রিনল্যান্ড কিনে নেয়ার এ আলোচনা পুনঃরায় উঠে এসেছে। তবে মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো খবর প্রকাশ করেছে, ট্রাম্প জুনিয়রের এ সফর ব্যক্তিগত। একটি পডকাস্টের জন্য ভিডিও ফুটেজ নিতে তিনি এক দিনের জন্য গ্রিনল্যান্ডে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। ট্রাম্পের এবারের নির্বাচনী প্রচারণায় তার ছেলে ট্রাম্প জুনিয়র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বাবার হয়ে তিনি নিয়মিত নির্বাচনী সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় উপস্থিত থেকেছেন। তবে তিনি বাবার আসন্ন প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবার গ্রিনল্যান্ড ভ্রমণে যাচ্ছেন না বলে জানিয়েছে ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। গতকাল সোমবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প তার ছেলের গ্রিনল্যান্ড সফরে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি লেখেন, ট্রাম্প জুনিয়র ও বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি গ্রিনল্যান্ড ভ্রমণে যাবেন। সেখানে তারা সবচেয়ে সুন্দর কয়েকটি এলাকা ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করবেন। ট্রাম্প তার পোস্টে আরো লেখেন, যদি গ্রিনল্যান্ড আমাদের দেশের অংশ হয়, দ্বীপটি ও এর জনগণ দারুণভাবে লাভবান হবেন। বাইরের খারাপ শক্তি থেকে আমরা এটিকে সুরক্ষা দেওয়া হবে এবং যত্ন করে আগলে রাখবো। ট্রাম্প তার পোস্টে একটি ভিডিও দিয়েছেন। ভিডিওতে গ্রিনল্যান্ডের একজন বাসিন্দাকে দেখা যাচ্ছে। তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। ঐ ব্যক্তি লাল রঙের একটি 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' লেখা টুপি পরে ছিলেন। ভিডিওতে ঐ ব্যক্তিকে ট্রাম্পের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'গ্রিনল্যান্ড কিনে নিন এবং এটিকে ডেনমার্কের উপনিবেশ থাকা থেকে মুক্ত করুন।' গত ডিসেম্বরে ট্রাম্প বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। এর আগেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের প্রথম মেয়াদে আর্কটিক অঞ্চলের দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড কিনে নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্প। গ্রিনল্যান্ডের নেতারা অবশ্য দুবারই তার এ আকাঙ্ক্ষাকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ট্রাম্পের মন্তব্যের পর ডিসেম্বরে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মিউট এগেদে বলেছিলেন, 'গ্রিনল্যান্ডের মালিক শুধুই গ্রিনল্যান্ডের জনগণ।' উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপে যাওয়ার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ গ্রিনল্যান্ড হয়ে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৩মি.

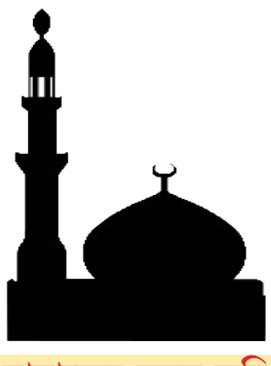

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৩	৬.১৮
যোহর	১১.৪৮	
আসর	৩.৩২	
মাগরিব	৫.১৩	
এশা	৬.২৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০৩	

যুক্তরাষ্ট্রে 'বার্ড ফ্লুতে' প্রথম মৃত্যুর খবর

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানাতে বার্ড ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৬৫ বছর বয়সী এক রোগী। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হওয়া প্রথম ব্যক্তি তিনি। লুইসিয়ানা ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ (এলডিএইচ) সোমবার এ খবর প্রকাশ করেছে। গত ১৮ ডিসেম্বর এই ভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে লুইসিনায়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি হন নিহত ব্যক্তি।

এলডিএইচের তদন্ত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এই ভাইরাসে আক্রান্ত দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি।

শারজায় দৃষ্টিনন্দন নতুন মসজিদের উদ্বোধন হল

আপনজন ডেস্ক: আরব আমিরাতের শারজাহ সিটিতে সাইয়েদা খাদিজাতুল কোবরা নামে একটি দৃষ্টিনন্দন মসজিদ উদ্বোধন করা হয়েছে। সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য এবং শারজার শাসক শেখ ড. সুলতান বিন মোহাম্মদ আল কাসিমি সোমবার মসজিদটি উদ্বোধন করেন। আধুনিক ও ফাতিমীয় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত মসজিদটি উদ্বোধনের সময় তিনি একটি স্মারক ফলক উন্মোচন করেন। মসজিদটি ৪৯ হাজার ৩৮৩ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে। মসজিদের অভ্যন্তরে নামাজ পড়তে পারবেন ১৪০০ পুরুষ এবং বাইরের অংশে নামাজ পড়তে পারবেন ১৩২৫ জন। এছাড়াও অংশ নিতে পারবেন ১৪০ জন নারী। মুসল্লিদের সুবিধার জন্য মসজিদে একটি লাইব্রেরি, মৃতদের গোসলের জন্য একটি ভবন, ওয়াটার স্টেশন, অজুর জায়গা, বিশ্রামাগার, ৫৯২টি গাড়ির পার্কিং স্থান রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য বাসস্থান। উদ্বোধনের সময় মসজিদের সামাজিক গুরুত্ব, নির্মাণকারীর মর্যাদা ও পুরস্কারের কথা তুলে ধরেন শারজাহর ইসলামিক বিষয়ক বিভাগের প্রচার ও ফতোয়া বিভাগের প্রধান শায়খ ড. সালেম আল-দুবি।

ইসলামিক আদর্শে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষার সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মদিনা মিশন

মদিনা নগর চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর

কোলকাতা- ৭০০১৪৯

Mob.: 9830401057
Govt. Regd No.- 1033/00241
Email: madinamission949@gmail.com

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি

সীমিত সংখ্যক আসনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে স্পট টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি চলছে।

ঃঃঃ আমাদের পরিষেবা ঃঃ

- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুসারে পড়ানো হয়।
  হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা মণিটরিং করানো হয়।
- আরবি বিভাগ-
  আবাসিক ছাত্রদের ১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী এবং মাওলানা কাফিয়া পর্যন্ত শিক্ষার পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষা প্রদান করা হয়।
- গরিব এতিম ছাত্রদের বিনামূল্যে রাখা হয়। এতিম শিশুদের আধুনিক ও দ্বিনি শিক্ষার অতুলনীয় আশ্রয়কেন্দ্র। যার নাম মদিনা মিশন।

সভাপতি- মুফতি লিয়াকাত সাহেব
সহ-সভাপতি- ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারপতি)
হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল্লাহ সর্দার, মাস্টার আব্দুল বাসার
সম্পাদক- ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সম্পাদক- আব্দুর রহমান, সৈয়দ রহমাতুল্লাহ
প্রধান শিক্ষিকা- সাবিনা সেখ

পথ নির্দেশ- শিয়ালদহ ক্যানিং, লক্ষীকান্তপুর, ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে করিয়া মল্লিকপুর স্টেশন হইতে টোটো কিংবা রিক্সা করে মদিনা মিশন দঃ চৌহাটি হাঁটাপথ ২০মিনিট।

নাবাবিয়া মিশন

এতিম শিশুদের নিজের বাড়ি

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল

সেখ সাহিদ আকবর
সম্পাদক, নাবাবিয়া মিশন

মেধাবী এতিম ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য দ্রুত যোগাযোগ করুন
9732086786

মাইনান, খানাকুল, হুগলি, পিন: ৭১২৪০৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, ২৩ পৌষ ১৪৩১, ৬ রজব ১৪৪৬ হিজরি

সঠিক নির্বাচন

যাহারা সত্য জানেন, তাহাদের যদি সত্য বলিবার অবস্থা বা পরিবেশ না থাকে, তাহা হইলে অধিক কথা না বলাই শ্রেয়। তাহারা এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্প হইতে শিক্ষা লইতে পারেন। এই গল্পে হৈমন্তীর কোনো-এক দিদিমা শাশুড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নাতবউ, তোমার বয়স কত বলো তো।' হৈমন্তী বলিল, 'সতেরো।' সেইকালে কনের বয়স সতেরো বছর হওয়াটা মানে সেই কনে আইবুড়ো। সেই কারণে অন্যদের নিকট হৈমন্তীর বয়স লুকাইতে তাহার শাশুড়ি বলিলেন, 'তোমার বাবা যে বলিলেন, তোমার বয়স এগারো!' হৈম চমকিয়া কহিল, 'বাবা বলিয়াছেন? কখনো না।' ইহা লইয়া বিস্তর ঝামেলা হইল। অতঃপর হৈমন্তীর বাবা আসিলে তাহার নিকট প্রশ্ন করিল, 'কেহ যদি বয়স জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?' হৈমন্তীর বাবা বলিলেন, 'মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো—আমি জানি না...।' এইখানে হৈমন্তীর 'বয়স' হইল 'নির্বাচন'—যাহা লইয়া সত্য উচ্চারণ করাটা তৃতীয় বিশ্বে সম্ভব নহে। আর সত্য উচ্চারণ করা সম্ভব নহে বিধায় হৈমন্তীর বাবার উপদেশ মতো বলিতে হয়—মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, কথা বরং কম বলা ভালো। যেই সত্য আড়াল করিতে হইবে, সেই প্রসঙ্গে কথা বলাটাই বিপজ্জনক। কারণ, সুরা আল-বাকারায় ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হইয়াছে—'তোমরা সত্যকে মিথ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।' দুঃখের বিষয় হইল, নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রায়শই সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত করা হইতেছে এবং অনেকেই জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিতেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দশকের পর দশক ধরিয়া বেশ গালভরা একটি বুলি আওড়ানো হয় যে, 'নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হইবে।' কিন্তু বাস্তবতা হইল, নির্বাচনে কত ধরনের সহিংসতা হইতে পারে, তাহার যেন নূতন নূতন দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। বিশ্বের স্বনামধন্য কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলিতেছে, নির্বাচন কারচুপির মেকানিজমটা উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশ খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে বহু দশক ধরিয়া। কিছুদিন পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিস্তর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সকল প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছিল, প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়ির বহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও প্রশাসন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অথচ নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল—'যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।' স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তোলা যায়—এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত?

সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনকে যখন বলা হয়, 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়াছে—তখন উহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কী? এই চিত্র নূতন নহে—দশকের পর দশক ধরিয়া হইয়া আসিতেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে। এই সকল দেশে কী ধরনের নির্বাচন হয়, তাহা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব না হইলেও যাহারা স্থানীয় পর্যায়ে চোখ-কান খোলা রাখেন, যাহারা ভোটের সহিত যুক্ত কিংবা যাহারা বিভিন্ন দলের কর্মী—তাহারা সকলেই জানেন দশকের পর দশক ধরিয়া কী ধরনের এবং কেমনতর 'সুষ্ঠু নির্বাচন' হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত যখন আবেগের আতিশয্যে বলা হয়, অমুকের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী, তমুকের জনপ্রিয়তার গভীরতা হার মানাইবে বঙ্গোপসাগরকেও, তখন তাহাদের কথা শুনিয়া ওয়াকিবহাল মহল মুখ টিপিয়া হাসিতে বাধ্য হন। কারণ, এই ধরনের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার কথা যাহারা বলেন তাহারা কখনো সঠিক ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখেন নাই বিধায় মনের মাধুরি মিশাইয়া কল্পবিলাসী কবির মতো নিজের লিডারকে অস্বাভাবিক বিশেষণে ভূষিত করিতে লজ্জা পান না।

অতএব এই সকল দেশে সঠিক নির্বাচনের কথা বলা উচিত নহে। এই বিষয়ে কথা না বলাই উত্তম। অবস্থা এমন হইয়াছে যে, 'সুষ্ঠু নির্বাচনের' কথা শুনিলেই অনেকের মনে ঢাকাইয়া কুট্টিদের কথাটি গুঞ্জরিত হয়—'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!' যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী?

.....

ব্রিকস কি বিশ্বরাজনীতির নতুন কেন্দ্র হতে পারবে

২০২৫ সাল হয়তো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করবে: ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা) কি বিশ্বরাজনীতিতে নতুন শক্তির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠছে? গোষ্ঠীটি নতুন সদস্য (মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত) যুক্ত করে এখন বিশ্বের ৪৫ শতাংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে। ফলে, কেউ কেউ মনে করছেন, এটি 'গ্লোবাল সাউথ' বা 'বিশ্ব দক্ষিণ'-কে একত্র করে আমেরিকা ও পশ্চিমা শক্তির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। তবে এমন দাবির ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। লিখেছেন **জোসেফ এস নাই..**

২০২৫ সাল হয়তো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করবে: ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা) কি বিশ্বরাজনীতিতে নতুন শক্তির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠছে? গোষ্ঠীটি নতুন সদস্য (মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত) যুক্ত করে এখন বিশ্বের ৪৫ শতাংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছে।

ফলে, কেউ কেউ মনে করছেন, এটি 'গ্লোবাল সাউথ' বা 'বিশ্ব দক্ষিণ'-কে একত্র করে আমেরিকা ও পশ্চিমা শক্তির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। তবে এমন দাবির ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।

২০০১ সালে যখন জিম ও'নিল (তৎকালীন গোল্ডম্যান স্যাকসের প্রধান অর্থনীতিবিদ) 'বিআরআইসি' বা 'ব্রিক' শব্দটি প্রবর্তন করেন। তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল চারটি উদীয়মান অর্থনীতিকে চিহ্নিত করা, যেগুলো ২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আধিপত্য বিস্তার করার সম্ভাবনাকে ধারণ করে।

কিন্তু শব্দটি দ্রুত রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করে। এটি প্রথম ২০০৬ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি অনানুষ্ঠানিক কূটনৈতিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং পরে ২০০৯ সালে প্রথম ব্রিক শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠনে রূপ নেয়।

রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল একটি বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। এখনো সে লক্ষ্যেই কাজ চলছে। পরবর্তী বছরের শেষ দিকে দক্ষিণ আফ্রিকা এর সঙ্গে যুক্ত হলে গোষ্ঠীটি 'এস' যুক্ত করে 'ব্রিকস' নামে পরিচিত হয়।

ওয়াল স্ট্রিটের একটি আর্থিক ধারণা (অ্যাসেট ক্লাস) ধীরে ধীরে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে। কারণ, এটি রাশিয়া ও চীনের বিকাশমান বিশ্বের নেতৃত্ব দেওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে মিলে গেছে।

২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত ব্রিকসের ১৬তম শীর্ষ সম্মেলন প্রথমবারের মতো নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছে (সৌদি আরব এখনো গোষ্ঠীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি এবং আর্জেন্টিনার নতুন সরকার অংশগ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে)।

৩৬টি দেশের নেতা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সুযোগে তুরস্কও এই গোষ্ঠীর সদস্যপদের আবেদন উপস্থাপন করেছে।

২০২৪ সালের শীর্ষ সম্মেলনে 'গ্লোবাল সাউথ' বা 'বিশ্ব দক্ষিণ'-এর মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করা এবং বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই সম্মেলন ব্যবহার করে দেখাতে চেয়েছেন, ২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণের পরও তিনি বিশ্বকূটনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধরে রেখেছেন।

আরও অনেক দেশ ব্রিকসে যোগ দিতে আগ্রহ দেখানোয় গোষ্ঠীটি সত্যিই মার্কিন আধিপত্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিতে পারে বলে মনে হচ্ছে। কেউ কেউ এটিকে শীতল যুদ্ধ-যুগের জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (নন-অ্যালায়েন্ড মুভমেন্ট, সংক্ষেপে ন্যাম) উত্তরসূরি হিসেবে দেখছেন।

ওই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কোনো পক্ষকে বেছে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তবে ন্যামের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করা। কিন্তু এটি কখনো রাশিয়া ও চীনের মতো শক্তিধর দেশগুলোকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেনি।

সে যা-ই হোক, ব্রিকসের পক্ষে 'গ্লোবাল সাউথ' বা 'বিশ্ব দক্ষিণ'-কে আনুষ্ঠানিকভাবে একত্র করা সম্ভব নয়। কারণ, এর সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সদস্য—চীন, ভারত ও রাশিয়া—সবাই উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। এই তিন দেশই নেতৃত্বের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। রাশিয়া ও চীন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি মনে করে। তারা নিজেদের মধ্যে 'সীমাহীন মিত্রতা' ঘোষণা করেছে। কিন্তু এই ধরনের কথা তাদের কৌশলগত মতভেদের বড় পার্থক্যকে আড়াল করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন চীন দুর্বল ছিল, রাশিয়া তখন তাদের অনেক জমি দখল করেছে। এখন চীনের অর্থনীতি রাশিয়ার তুলনায় ১০ গুণ বড়। দুই দেশই মধ্য এশিয়ায় প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে রাশিয়া যখন উত্তর কোরিয়াকে ইউক্রেন যুদ্ধে সাহায্যের জন্য টানছে, তখন চীন অস্বস্তি বোধ করছে।

ব্রিকসকে একটি সংগঠন হিসেবে সীমাবদ্ধ করার আরও বড় কারণ হলো চীন ও ভারতের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ। যদিও চীন ভারতের তুলনায় অনেক ধনী; তবে রাশিয়ার মতো চীনও জনসংখ্যাগত সংকটে পড়ছে। অন্যদিকে ভারতের জনসংখ্যা ও কর্মশক্তি ক্রমাগত বাড়ছে।

তা ছাড়া চীন ও ভারতের মধ্যে হিমালয়ে একটি বিরোধপূর্ণ সীমান্ত রয়েছে। সেখানে তাদের সেনারা বারবার সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে চীনের পাকিস্তানের সঙ্গে ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বের কারণে।

আসলে চীনের ব্যাপারে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগই ভারতের ব্রিকসে অংশগ্রহণের অন্যতম কারণ। যদিও ভারত আনুষ্ঠানিক জোট এড়িয়ে চলে, তবু একই কারণে দেশটি 'দ্য কোয়াড'-এ (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গঠিত) অংশগ্রহণ বাড়িয়েছে।

তবে নতুন সদস্যদের যোগ দেওয়ার ফলে ব্রিকস আরও শক্তিশালী না হয়ে বরং আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে এসেছে। মিসর ও ইথিওপিয়া নীল নদে ইথিওপিয়ার বাঁধ তৈরি নিয়ে বিরোধে লিপ্ত রয়েছে। ইরান দীর্ঘদিন ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সম্ভাব্য সদস্য সৌদি আরবের সঙ্গে বিরোধে আছে।

এই নতুন অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলো ব্রিকসকে আরও কার্যকর করার বদলে তার প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে। জি-৭৭ গোষ্ঠীতে আরও অনেক সদস্য রয়েছে। কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ বিভক্তির কারণে গোষ্ঠীটির ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়েছে।

২০২৪ সালের শীর্ষ সম্মেলনে ব্রিকস+ অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়ানো এবং অবকাঠামো ও টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেছে। কিন্তু এই ধরনের আলোচনা সাধারণত বড় ফলাফল নিয়ে আসে না।

২০১৪ সালে ব্রিকস নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। এর সদর দপ্তর সাংহাইতে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত খুব বেশি সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

তেমনি ডলার পরিহারের এবং সদস্যদেশগুলোর দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য নিজেদের মুদ্রায় পরিচালনা করার পরিকল্পনাও সীমিত গতিতে এগিয়েছে।

ডলারকে বিশ্বব্যাপী রিজার্ভ মুদ্রা হিসেবে প্রতিস্থাপন করার জন্য চীনকে রেনমিনবি সমর্থন করতে হলে গভীর, নমনীয় পুঁজিবাজার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এই শর্তগুলো এখনো পূর্ণ হয়নি।

তাহলে ব্রিকস কী কাজে আসে? কূটনৈতিক একঘেয়েমি থেকে বের হওয়ার একটি উপায় হিসেবে এটি রাশিয়ার জন্য অবশ্যই উপকারী। উন্নয়নশীল বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি কূটনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে এটি চীনের জন্যও উপকারী হয়েছে।

চীনকে প্রতিরোধ করার একটি চ্যানেল হিসেবে ভারতের জন্য এর কিছু ব্যবহার আছে। জাতীয় উন্নয়ন প্রদর্শনের একটি মঞ্চ হিসেবে এটি ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য মাঝেমধ্যে উপকারী হয়েছে।

তবে এসব কার্যক্রম ব্রিকসকে কি বিশ্বরাজনীতির একটি নতুন কেন্দ্রবিন্দু বানাতে পারে? আমি মনে করি, পারে না।

জোসেফ এস নাই জুনিয়র হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইমেরিটাস ও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট অনুবাদ:

আসামে কয়লাখনি প্লাবিত হয়ে আটকে পড়েছেন অন্তত ৯জন শ্রমিক

আপনজন ডেস্ক: উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামের দিমা হাসাও জেলার উমরাংসতে একটি কয়লাখনি প্লাবিত হয়ে এর ভেতরে ৯ জন শ্রমিক ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে আটকা পড়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিকে শ্রমিকদের উদ্ধারে ডুবুরি নামানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। জেলার পুলিশপ্রধান রয়টার্সকে বলেন, 'গতকাল সোমবার খনি পানিতে প্লাবিত হয়—পানির উৎস খনির ভেতরেই ছিল। তারা (শ্রমিক) সম্ভবত পানিপ্রবাহের কোনো পথে আঘাত করেছিল। এর ফলে সেখানে ছিদ্র হয়ে পানি বের হয়ে খনিটি প্লাবিত হয়।'

স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান, গতকাল সোমবার সকালে অন্তত ২৭ জন শ্রমিক খনির ভেতর প্রবেশ করেন। তবে গর্ত পানিতে ভরে যেতে শুরু করলে অনেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। এদিকে আজ জেলার দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ সকাল ৯টার দিকে জানায়, খনির ভেতর তিনটি মৃতদেহ চিহ্নিত করা গেলেও উদ্ধার করা যায়নি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা খনিতে আটকে পড়া ৯ জনের নাম প্রকাশ করেছেন। তাঁরা হলেন গঙ্গা বাহাদুর শ্রেথ, হুসেন আলি, জাকির হুসেন, সার্পা বর্মন, মুস্তফা শেখ, খুশি মোহন রাই, সঞ্জিত সরকার, লিজান মাগার এবং শরৎ গোয়ারি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আসাম রাইফেলসের সদস্যদের নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এতে ডুবুরি, মেডিকেল টিম ও ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন। তাঁরা আটকে পড়া সবাইকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। স্থানীয় প্রশাসন, জরুরি বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের কর্মী এবং খনি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত দল আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারে দ্রুত মাঠে নামে। রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে।

সেনাবাহিনীও শ্রমিকদের উদ্ধারে কাজ করছে বলে বাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন।

ট্রুডোর পদত্যাগের পর কানাডার কী হবে

হলি হনডেরিখ

কয়েক সপ্তাহের চাপের পর অবশেষে জাস্টিন ট্রুডো ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও লিবারেল পার্টির নেতার পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর এ পদত্যাগ এক দীর্ঘ রাজনৈতিক অধ্যায়ের সমাপ্তি টানল।

২০১৫ সালে ক্ষমতায় আসার পর জাস্টিন ট্রুডো লিবারেল পার্টিকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে বের করে এনেছিলেন। তবে ট্রুডো জানিয়েছেন, নতুন লিবারেল নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্বে থাকবেন।

এখন প্রশ্ন হলো, লিবারেল পার্টির নেতৃত্বে কে আসবেন? তাঁরা আসন্ন ফেডারেল নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করবেন? এরপর কী হতে পারে?

প্রোরোগড বা স্থগিত পার্লামেন্ট কী

কানাডিয়ানদের উদ্দেশে সোমবার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানান, দেশের গভর্নর জেনারেল তাঁর পার্লামেন্ট প্রোরোগ করার অনুরোধ মঞ্জুর করেছেন। প্রোরোগ মানে কার্যত পার্লামেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা। এর ফলে সব কার্যক্রম, যেমন আলোচনা ও ভোট বন্ধ থাকে, তবে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয় না।

এটি সংসদীয় প্রক্রিয়ার একটি নিয়মিত অংশ। তবে কখনো কখনো এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সংকটের কালে সমস্যা সমাধানের জন্য সময় নিতে সরকারের একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সবশেষ ২০২০ সালের আগস্টে ট্রুডো একটি চ্যারিটির সঙ্গে তাঁর সরকারের চুক্তির নৈতিকতা নিয়ে বিতর্কের মুখে পার্লামেন্ট প্রোরোগ করেছিলেন।

এবারের প্রোরোগেশন ২৪ মার্চ পর্যন্ত পার্লামেন্টকে স্থগিত রাখবে।

লিবারেলদের নেতৃত্ব দেবেন কে

লিবারেল পার্টির নেতৃত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রোরোগেশন সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই নতুন নেতা নির্বাচন করার চেষ্টা করবে লিবারেল পার্টি। এখনো স্পষ্ট নয়, কীভাবে এই নেতা নির্বাচন করা হবে।

কানাডার ফেডারেল পার্টিগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রক্রিয়া চার থেকে পাঁচ মাস ধরে চলে। এর মধ্যে নেতাদের আনুষ্ঠানিক সম্মেলনও করা হয়। সোমবার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানান, নতুন নেতা 'সারা দেশে

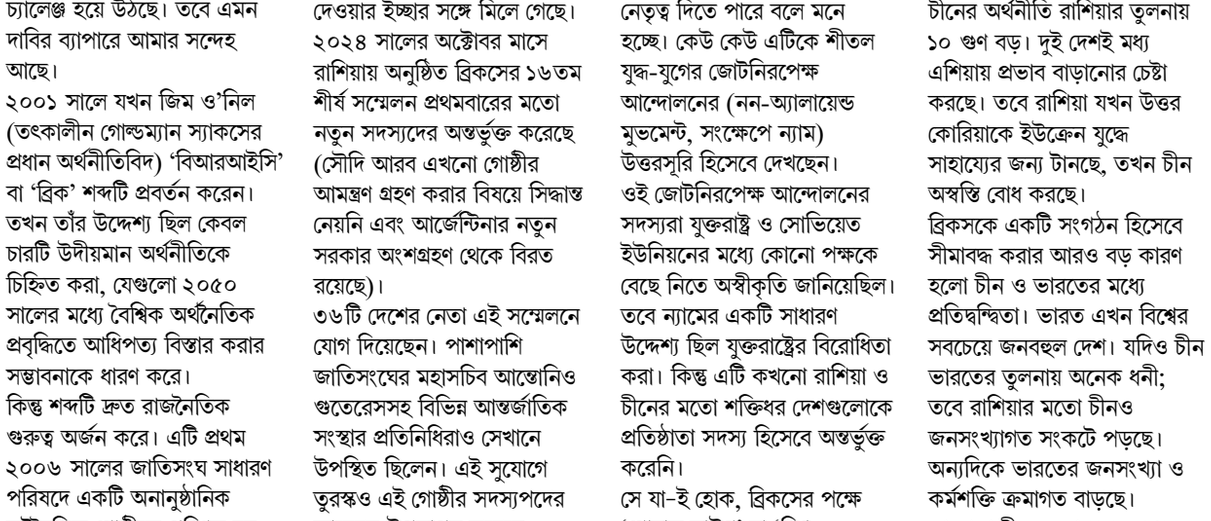

প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে' নির্বাচিত হবেন।

এরপরই লিবারেল পার্টির সভাপতি সচিত মেহরা ঘোষণা করেন, দলের জাতীয় বোর্ডের বৈঠক এ সপ্তাহে ডাকা হবে। সেখানেই নেতা নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ট্রুডোর সরাসরি উত্তরসূরি কে হবেন, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকায় উঠে এসেছে সাবেক অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড, পরিবহনমন্ত্রী অনিতা আনন্দ ও সাবেক কেন্দ্রীয় ব্যাংকার মার্ক কার্নির নাম।

কানাডার নির্বাচন কবে

কানাডায় পরবর্তী ফেডারেল নির্বাচন আগামী অক্টোবরের মধ্যে হতে হবে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এর আগেই নির্বাচন ডাকা হতে পারে।

বর্তমানে জনমত জরিপে দ্বিগুণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এগিয়ে আছে আনুষ্ঠানিক বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টি। কয়েক মাস ধরে হাউস অব কমন্সে একের পর এক তারা অনাস্থা ভোট এনে নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করছে। অনাস্থা ভোটে ৩৩৮ জন সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন প্রয়োজন। লিবারেল সরকারের এই সংখ্যার চেয়ে ১৭ আসন কম আছে। ফলে তাদের অন্য দলের সদস্যদের সমর্থন দরকার।

এখন পর্যন্ত বামপন্থী নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এনডিপি) প্রধান জগমিত সিং এবং তাঁর দলের সমর্থনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো নিজের সরকার ধরে রাখতে পেরেছেন।

তবে সোমবার ট্রুডো তাঁর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেওয়ার পর জগমিত সিং জানান, তিনি লিবারেল পার্টি ক্ষমতায় থাকার পক্ষে আর ভোট দেবেন না।

'তাদের আরেকটি সুযোগ পাওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই,' জগমিত সিং মন্তব্য করেন।

২৪ মার্চ পর্যন্ত লিবারেল পার্টির দায়িত্বে যিনিই থাকুন না কেন, তাঁদের হাতে কার্যক্রম চালানোর জন্য খুব বেশি সময় থাকবে না। প্রোরোগেশন শেষ হলে প্রথম হবে আস্থা ভোট। যদি সরকার সেই আস্থা ভোটে হেরে যায়, তবে তাদের হয় পদত্যাগ করতে হবে, নয়তো সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে।

জরিপ বলছে, যদি এখন কানাডার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে কনজারভেটিভ পার্টি বিশাল জয় পাবে।

পিয়েরে পয়লিয়েভ কে

পিয়েরে পয়লিয়েভ কানাডার কনজারভেটিভ পার্টির নেতা। জনমত জরিপ যদি সঠিক ইঙ্গিত দেয়, তাহলে তিনিই খুব সম্ভব কানাডার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন।

২০২২ সালে কনজারভেটিভ পার্টির নেতৃত্ব নেওয়ার পর থেকে পয়লিয়েভ প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছেন। অনেকবার তিনি ট্রুডোকে আগাম নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

পয়লিয়েভ নিজেকে 'অ্যান্টি-এলিট' ও 'অ্যান্টি-ট্রুডো' হিসেবে পরিচিত করেছেন। তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর, মাটির কাছাকাছি থাকা একজন নেতা হিসেবে দাবি করেন।

তবে বিতর্ক পয়লিয়েভকেও ছাড়েনি। গত এপ্রিল মাসে পার্লামেন্টে ট্রুডোকে 'পাগল' ও 'চরমপন্থী' বলে আখ্যা দেওয়ার পর ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করায় তাঁকে পার্লামেন্ট থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।

হলি হনডেরিখ বিবিসি ওয়ার্ল্ডের সাংবাদিক

সৌজন্যে: বিবিসি

ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

সোনারপুরে বাড়ি থেকে বের হল তেল, নমুনা সংগ্রহ ওএনজিসির

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: বাড়ির একাংশ থেকে তেল বেরনো নিয়ে হইচই রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে।আর এই ঘটনা চলে আসছে এক বছর ধরে। রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার নরেন্দ্রপুর থানার এলাকায় ১২৩ ফরতাবাদ রোডের মজুমদার পাড়ায় রতন সরকারের বাড়িতে এই ঘটনায় হইচই হতেই যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্যাথলজি বিভাগের সদস্যেরা আসেন। তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করে জানিয়েছেন,এখানে খনিজ কোন পদার্থ নেই। তারপরেও মঙ্গলবার ওই বাড়িতে নমুনা সংগ্রহ করতে আসেন ও এন জি সির কয়েকজন আধিকারিক। তাঁরা এদিন ঐ বাড়ির তেল পড়ার ওই অংশ থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে এবং সেটি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করার পরেই জানা যাবে আসল কারণ। রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রতন সরকার। তাঁরা প্রায় ৫০ বছরের বেশী সময় ধরে এই বাড়িতে বসবাসকরছেন। বছরখানেক আগে তাঁরা খেয়াল করেন তাদের বাড়ির একাংশ থেকে তেল বের হচ্ছে। বিষয়টি তাঁরা জানান স্থানীয় পুরসভা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও নরেন্দ্রপুর থানায়। যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের নমুনা বিশেষজ্ঞ তুহিন ঘোষ নমুনা পরীক্ষার জন্য এদিন বাড়িতে আসেন।

ঘটনাস্থলে যান রাজপুর সোনারপুর পুরসভার প্রতিনিধি ও নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুরসভার আধিকারিকদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি পরিবারের সাথেও কথা বলেন তাঁরা। আর এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গেছে এলাকায়।ভীড় করছেন আশেপাশের এলাকার মানুষ।

পদযাত্রার মাঝে এনফোর্সমেন্টের হানা দোকানে দোকানে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ইতিহাসে সমৃদ্ধ নবাবের শহর মুর্শিদাবাদ। ঐতিহ্যের এই শহরে বারংবার প্রচার করা হচ্ছে প্লাস্টিক এবং থার্মোকল নিষিদ্ধ। এমনকি মঙ্গলবার বিকেলেই প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বন্ধে মুর্শিদাবাদ পুরসভা এবং মুর্শিদাবাদ থানার যৌথ উদ্যোগে সচেতনতামূলক পদযাত্রা করা হয়। কিন্তু তারপরেও পুরসভার প্রচারের তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন দোকানে বিক্রি করা হচ্ছিল প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ। সাথে বিক্রি হচ্ছিল থার্মোকলের সরঞ্জাম। পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক এই দুই বস্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে শহরে। এদিন বিকেলে পুরসভার উদ্যোগে প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বন্ধের সচেতনতামূলক পদযাত্রা চলছিল। তারই মাঝে হঠাৎ পাঁচরাহা বাজার মোড়ে একটি দোকানে অভিযান চালায় জেলার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। ওই দোকান থেকে কয়েক লক্ষ টাকার প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ উদ্ধার করেছে তারা। দোকানের মালিক দিব্যেন্দু মোদক অরফে বাবু কে আটক করে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। এ বিষয়ে লালবাগের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অকোলকর রাকেশ মহাদেব বলেন, ‘জেলার এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ থেকে হঠাৎ করেই শহরে অভিযান চালানো হয়েছিল। সেখানে একটি দোকান থেকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ এবং থার্মোকলের সরঞ্জাম পাওয়া যায়। সেসব বিক্রি করার অভিযোগে অভিযুক্ত দোকানদারকে আটক করা হয়েছে।’

ঘটনা প্রসঙ্গে পুরপ্রধান ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, ‘আমরা বারংবার প্রচার চালাচ্ছি প্লাস্টিক এবং থার্মোকল নিষিদ্ধ। এগুলোর ব্যবহার বন্ধ করতে হবে সবাইকে। কিন্তু তাতে কোন কর্ণপাত করছে না মানুষ। হঠাৎ করে শহরে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের হানা হয়েছে শুনেছি।’

মেদিনীপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘উৎসারিত আলো’

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: মেদিনীপুরের শহীদ প্রদ্যোৎ স্মৃতি সদনে আবৃত্তিকে ভালোবেসে আবেগে মননে মাতৃভাষায় স্বর আবৃত্তি মেদিনীপুর পরিবেশন করল ‘উৎসারিত আলো’। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা। উদ্বোধনের সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ে পরিদর্শক সৌমেন ঘোষ, কবি চন্দন নাথ, অমিয় পাল, মালবিকা পাল । কলকাতা দূরদর্শনের বিশিষ্ট আবৃত্তিকার বিশাখা মুখোপাধ্যায়, কবি চন্দন নাথ ও গৌতম মন্ডল। নানা ধরনের বিষয়কেন্দ্রিক আবৃত্তির অনুষ্ঠান উপহার দিল স্বর আবৃত্তির শিল্পীরা। ঐ দিন আবৃত্তির ডায়রির দ্বিতীয় সংস্করণ উদ্বোধন করলেন কবি চন্দন নাথ। বিষ্ণুপদ কুইলার কবিতার আবৃত্তির অ্যালবাম” শ্রুতি মধুর” উদ্বোধন করলেন ডাক্তার সুহাস রঞ্জন মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কবি বিষ্ণুপদ কুইলা, প্রদীপ দাস, পরেশ দাস, তিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শুভদীপ বসু। সঞ্চালনায় ছিলেন শতাব্দি গোস্বামী চক্রবর্তী ও ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়।

পার্কসার্কাসে সরকার পোষিত স্কুলে ভর্তিতে ১৬০০ টাকা ডোনেশন নেওয়ার অভিযোগ

এম মেহেদি সানি ● কলকাতা

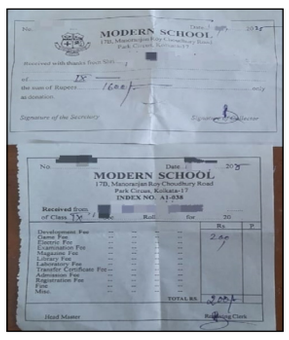

আপনজন: বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘুষ কিংবা কাঠমানি খাওয়ার অভিযোগ নতুন নয় তবে এবার খোদ সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ডোনেশনের নাম করে চড়া টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। নতুন বছরের শুরুতেই শুরু হয়েছে প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর ভর্তি। অভিযোগ পার্কসার্কাস সেভেন পয়েন্ট সংলগ্ন মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী রোডের মডার্ন স্কুলে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ভর্তির ক্ষেত্রে ডোনেশন বাবদ নেওয়া হয় ১৬০০ টাকা সঙ্গে আরও ২০০ টাকা। বছরের শুরুতেই নবম দশম শ্রেণীর ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রদের থেকে নেওয়া হচ্ছে মোট ১৮০০ টাকা। গত রবিবার ক্যানিংয়ে দশম শ্রেণির ভর্তি ফি ৫৫০ টাকা, ভ্যান চালক বাবার পক্ষে জোগাড় করতে না পারায় ভর্তি না হতে পেরে ছাত্রী নাসিমা মোল্লার আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনার আবহে মডার্ন স্কুলের বিরুদ্ধে ডোনেশন নেওয়ার অভিযোগ শিক্ষা মহলে সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ওই স্কুলে শতাধিক ছাত্র পড়াশোনা করে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে নেওয়া হয় ২৪০ টাকা, তবে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফি ছাড়াও ১৬০০ টাকা অনুদান বাবদ নেওয়া হয়। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থী যদি ন্যূনতম ভর্তি ফি দিতেও অক্ষম হন তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ফ্রিতে ভর্তি নেবে। ছাড় তো দূরের কথা ভর্তি ফি’র পরেও ডোনেশন হিসাবে কেনো এই চড়া টাকা নেওয়া হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ ব্যাপারে যদিও মুখ খোলেননি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সূত্রে খবর, ওই বিদ্যালয়ে প্রায় ১০০ শতাংশ শিক্ষার্থীই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের। পার্কসার্কাস এলাকার ঝুপড়ি, বস্তি, বাঁদর পট্টি, মল্লিক বাজার, লোহাপুল এলাকার অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। কথা বলে জানা গিয়েছে, যাদের অনেকেরই ভর্তি হওয়ার ১৮০০ টাকা জোগাড় করতে গিয়ে এখনো বইপত্র কেনা হয়নি। ১৮০০ টাকা দিয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া এক ছাত্রের মা জানান, ‘আমার স্বামী কোনো কাজ করতে পারে না, আমি অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করি, সামান্য বেতন, আত্মীয়দের সহযোগিতায় ছেলেকে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করেছি। এখনো বই কিনে দিতে পারিনি।’ অন্য আরেকজন ছাত্রের বাবা বলেন, আমি হার্টের রোগী, বাড়িতে বেশ কয়েক বছর ধরে আমার মা অসুস্থ শয্যাশায়ী, আমি মজুরের কাজ করি, সামান্য টাকা পাই। তবু ছেলেকে তো পড়াশোনা করাতে হবে। এবার নবম শ্রেণীতে উঠলো সরকারি স্কুল, তবুও ১৮০০ টাকা দিয়ে ছেলেকে ভর্তি করালাম। খুবই সমস্যার মধ্যে আছি। ছেলের পড়াশোনা কিভাবে চলবে তা নিয়েও আমরা খুবই চিন্তিত।’ এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি অবশ্য মুখ খুলতে চাননি, তবে অভিযোগ নিয়ে বারবার প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ‘ফোনে এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে না, সম্ভব হলে একদিন স্কুলে আসুন।’ কলকাতা ডিআই সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি জেনে যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

পুরসভার পানীয় জলের সংযোগ নিয়ে দেদার চলছে মাছের ব্যবসা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: চুঁচুড়া পুরসভায় পানীয় জলের অপব্যবহারের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে। ২ নম্বর কাপাসডাঙার নিউ জিএস কলোনির বাসিন্দা রতন বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে পুরসভার পানীয় জল ব্যবহার করে মাছের ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে হুগলী-চুঁচুড়া পুরসভার জল দফতরের আধিকারিকরা রতনের বাড়িতে হানা দেন। অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার জল দফতরের পুর পারিষদ দিব্যেন্দু অধিকারী, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সব্যসাচী দাস এবং স্থানীয় কাউন্সিলর নির্মল চক্রবর্তী। পুরসভার পানীয় জলের সংযোগ ব্যবহার করে রতন বিশ্বাস নিজের বাড়ির পাশে একটি প্লট কিনে প্রায় ১৫টি পাকা চৌবাচ্চা তৈরি করেছিলেন, যেখানে শিঙ্গি, মাগুর এবং রঙিন মাছের চাষ হচ্ছিল। এছাড়া বাড়ির সীমানা পাঁচিলের দু’দিকে বড় বড় চৌবাচ্চা তৈরি করে মাছ চাষ চালাচ্ছিলেন। বাড়ির তিনতলা ছাদেও বেড়ার ঘরে বহু অ্যাকুরিয়াম রাখা ছিল। রতনের কাছে মোট তিনটি পানীয় জলের সংযোগ ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল বিনামূল্যে সরকারি জল সংযোগ, যা ভাড়াটিয়ার নামে নেওয়া হয়েছিল। এটি সম্পূর্ণ অবৈধ বলে জানিয়েছেন পুরসভা কর্তৃপক্ষ। রতন বিশ্বাস দাবি করেছেন, তিনি জানতেন না যে এই কাজের জন্য অনুমতি প্রয়োজন। তিনি পুরসভার কাগজপত্র নিয়ে দেখা করবেন বলে জানিয়েছেন। পুরসভার জল দফতরের পুর পারিষদ দিব্যেন্দু অধিকারী বলেন, “রতন সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে পুরসভার জল ব্যবহার করেছেন। বিনামূল্যে সরকারি জল সংযোগও নিয়েছেন, যা অবৈধ। তাকে পুরসভায় দেখা করতে বলা হয়েছে। তার কাগজপত্র পর্যালোচনা করার পর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” পানীয় জল সাধারণ নাগরিকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বরাদ্দ। এইভাবে জলের অপব্যবহার এলাকায় জলসংকট সৃষ্টি করতে পারে। পুরসভার অনুমতি ছাড়া সরকারি সম্পদ ব্যবহার বেআইনি এবং এটি কঠোর শাস্তিযোগ্য। অবৈধ মাছ চাষ পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। পুরসভা রতনের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বেআইনি জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হতে পারে এবং রতনকে জরিমানা বা অন্য শাস্তির মুখোমুখি হতে হতে পারে।

এই ঘটনাটি হুগলী-চুঁচুড়া এলাকায় বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রশাসনের সক্রিয় পদক্ষেপের একটি উদাহরণ। এটি নাগরিকদের সচেতন হতে উৎসাহিত করবে এবং বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপকে সমর্থন করবে।

ঘন কুয়াশার কারণে নদীর চরে আটকে গেল যাত্রী বোঝাই ভেসেল

আসিফা লস্কর ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: সোমবার গঙ্গাসাগর মেলা পরিদর্শনের পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলা শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগর মেলাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসা শুরু করে দিয়েছে। প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলার সময় ঘন কুয়াশার কারণে দিক নির্ণয় না করতে পেরে যাত্রীবাহী ভেসেল নদীর চরে আটকে পড়ে সেই সমস্যার কথা মাথায় রেখে অ্যান্টি ফগলাইট এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু সেই অ্যান্টি ফগ লাইট এবং জিপিআরএস সিস্টেম কার্যত বিফলে গেল। মঙ্গলবার সকালে ঘন কুয়াশার কারণে কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮ ভেসেল ঘাট থেকে একটি যাত্রী বোঝাই ভেসেল দিক নির্ণয়ের না করতে পেরে মুড়িগঙ্গা নদীর চরে আটকে পড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ৮.৪০ মিনিট নাগাদ একটি যাত্রী বোঝাই ভেসেল কাকদ্বীপের লর্ড নম্বর ৮ ভেসেল ঘাট থেকে যাত্রীদের নিয়ে গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া আসার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল এরপর ঘন কুয়াশার কারণে দিক নির্ণয় না করতে পেরে মুড়িগঙ্গা নদীর চরে আটকে যায়। এই ঘটনা জানাজানি হতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পারে পাশাপাশি ভেসলে থাকা যাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরপর ভেসেল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নদীর চড়ে আটকে থাকা ভেসেল থেকে যাত্রীদেরকে নামে গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া ভেসেল ঘাটে নিয়ে আসে। গঙ্গাসাগর মেলার আগে ভেসেল আটকে পড়ার ঘটনা কার্যত জেলা প্রশাসনের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মুড়িগঙ্গা নদীর ড্রেজিং ও আন্টি ফগ লাইট কার্যত বিফলে গেল বলে মনে করছে তীর্থযাত্রী থেকে শুরু করে সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা। এ বিষয়ে ভেসেল কর্মী অসীম কুমার দাস বলেন, সকাল থেকেই আবহাওয়া পরিষ্কার ছিল বেশ কয়েকটি ভেসেল চালানো হয়েছিল এরপর হঠাৎ করে ঘন কুয়াশার কারণে কাকদ্বীপ লট নম্বর ৮ ভেসেল ঘাট একটি ভেসেল কচুবেড়িয়া দিকে আসার সময় হঠাৎ করে দিক নির্ণয় না করতে পেরে নদীর চড়ে আটকে যায়। এরপর স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং ভেসেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নদীর চড়ে আটকে থাকা ভেসেল থেকে যাত্রীদের কে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এ বিষয়ে এক নিত্য যাত্রী সাথী মিত্র জানান, প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলার সময় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিং এর কাজ করা হয়। তবু আজও যাত্রী বোঝাই ভেসেল নদীর চরে আটকে গেছে।এটা জেলা প্রশাসনের খামতি।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ডেপুটেশন নানা দাবিতে

সেখ নুরুদ্দিন ● সোনারপুর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার সোনারপুর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মঙ্গলবার দুপুর দুটোর সময় তাদের বেশ কিছু দাবী নিয়ে সোনারপুর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে। তারপর পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী সমিতির দশ জনের প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন কর্মসূচি নিয়ে সোনারপুর নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকের কাছে পৌঁছায় এবং ওনার হাতে তুলে দেন তাদের ডেপুটেশন। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দেন প্রতিনিধি দল। তাদের অভিযোগগুলো হল: ১) প্রসূতি ,গর্ভবতী ও ছয় বছর পর্যন্ত শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করলেও নূন্যতম সাম্মানিক তাঁরা পান না। অবিলম্বে তা বৃদ্ধি করতে হবে। ২) ডিম ও সব্জির মূল্যের পরিমাণ উর্ধ্বমুখী বাজার মূল্যের সাথে সঙ্গতি রেখে বাড়াতে হবে এবং মাসের শেষে নির্দিষ্ট সময়ে দিতে হবে। ৩) প্রোসানট্র্যাকারে কাজের জন্য বরাদ্দ অর্থ বৃদ্ধি করে নির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করতে হবে। ৪) অনলাইনে কাজের জন্য গভঃ ঘোষণা অনুযায়ী অ্যান্ড্রয়েড ফোন দ্রুত সকল কর্মীদের দিতে হবে। ৫) গভঃ প্রদত্ত রিচার্জ প্ল্যান ১৬৬ পরিবর্তন করে বর্তমান রিচার্জ প্ল্যান কার্যকরী করতে হবে। ৬)মা ও বাচ্চাদের জন্য বরাদ্দ অর্থ বাড়াতে হবে বর্তমান বাজার মূল্যের আনুপাতিক হারে। ৭) কর্মীদের বাড়ির কাছাকাছি দ্রুত ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করতে হবে।--এইরকম আরো বেশ কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে তারা ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে। পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে,তাদের দাবি দাওয়া প্রাপ্তি না হলে আগামীদিনে নবান্ন অভিযান কর্মসূচি পালন করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হবে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা ব্লকে ব্লকে এই কর্মসূচি পালন করছে বলে জানা গেছে।

সমাপ্তি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সভার

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর শান্তিনিকেতন শাখায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন তিন দিন চলছিল বোলপুর ডাকবাংলা ময়দানে। ওই সম্মেলনের পরিসমাপ্তি হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাহিত্য প্রেমীরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় এই সম্মেলন। কবিতা শ্রুতি নাটক নাচ গান মধ্য দিয়ে চলছিল এই সম্মেলন। শেষ দিনে বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ কে সংবর্ধনা জানানো হয় নিখিল ভারত বঙ্গ সম্মেলনের পক্ষ হইতে। কাজল শেখ জানান, এই সংবর্ধনা পেয়ে তিনি অত্যান্ত আনন্দিত। এই তিন দিন সম্মেলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

নব রূপে যাত্রা শুরু নজরুল একাডেমির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার নাগাদি বাজার বড়গাছি রোডে নতুন রূপে পথ চলা শুরু করল নজরুল ইসলাম একাডেমি ফাউন্ডেশন। এর আগে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় নজরুল স্মৃতি জুনিয়র হাই মাদ্রাসার প্রাতঃ বিভাগে পরিচালিত হয়ে আসছিল। সকাল দশটার সময় পবিত্র কুরআন পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল-আমিন মিশন বীরপুর শাখার ইনচার্জ মিনহাজ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের আইনজীবী হুমায়ুন কবির, চিকিৎসক ওয়াসিম আলম , রুকসার বেগম, আবুল কাশেম মন্ডল প্রমুখ।

ছবি: ইসরাইল সেখ

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উদ্ধার সামুদ্রিক অলিভ রিডলে কচ্ছপের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার রূপনারায়ণ নদীর তীর থেকে উদ্ধার হল সামুদ্রিক অলিভ রিডলে কচ্ছপের দেহ। বাগনান ১নং ব্লকের অন্তর্গত বাকসীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মানকুর গ্রামে রূপনারায়ণ নদীর তীর থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৪৫-৫০ কেজির ওই সামুদ্রিক অলিভ রিডলে কচ্ছপের মৃতদেহ। সোমবার ভাটা চলার সময় গ্রামের যুবকরা দেখেন একটি বিশাল আকৃতির কচ্ছপের মৃতদেহ নদীর পাড়ে পড়ে আছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই কচ্ছপ দেখতে মানুষের ভিড় লেগে যায়। এলাকার এক পরিবেশপ্রেমী খবর দেন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণকারী চিত্রক প্রামানিককে। হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্য চিত্রক প্রামানিক, সুমন্ত দাস, রঘুনাথ মান্না, ইমন ধাড়ারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা দেখেন কোনও আঘাতের চিহ্ন না থাকলেও কচ্ছপটির মৃত্যু হয়েছে।

ওসির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ জমিয়তের নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার নতুন ওসি পীযূষ কান্তি মন্ডলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে রবিবার মিলিত হল মগরাহাট ব্লক জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে মগরাহাট ব্লকে নেতৃত্ব। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন, ব্লকের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ ওলিউল্লাহ, সহ-সভাপতি হযরত মাওলানা ঈসা হুসাইনী, মুফতি জাকারিয়া মাজাহীরি, আইনজীবী সারফরাজ মোল্লা, আব্দুল হালিম খান সাইফুল ইসলাম খান প্রমুখ।

কোচিং সেন্টারের সূচনা দ. সন্তোষপুরে

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন: সোমবার হাওড়ার দক্ষিণ সন্তোষপুরের আল আরাফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে হাজী মরহুম ইব্রাহিম এঁর স্মরণে আরাফ মেধা কোচিং সেন্টারের উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আলামিন সেবা ফেডারেশনের সাজিদ মিদ্দা । অন্যদিকেকোচিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন মোহাম্মদ বনি আমিন মিদ্দা। সংস্থার কর্ণধর বাসির শেখ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হাফিজ আব্দুর দাইয়ান এবং গ্রামের বিশিষ্টরাও এদিন উপস্থিত ছিলেন।

সাগরদিঘীতে গুণীজন সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মঙ্গলবার সাগরদিঘীর বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের পক্ষ থেকে সাগরদিঘী বিধানসভার বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের গুণীজন সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এদিন সাগরদিঘী ব্লকের বিশিষ্ট মানুষ সহ বেশকিছু চিয়াহিদা সম্পন্ন মানুষদেরও তুলে দেওয়া গুণীজন সম্মাননা। উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান,সাগরদীঘি বিধানসভার বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস সহ সাগরদিঘীর ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব।

রক্তদান শিবির

আপনজন: থ্যালাসেমিয়া রোগীদের কথা মাথায় রেখে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলী থানার অন্তর্গত কচিয়ামারা ছাত্র সংঘ ও গ্রামবাসী বৃন্দ উদ্যোগে ২৬ তম রক্তদান শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির কচিয়ামারা গ্রামের।এদিন নারী ও পুরুষ মিলিয়ে ২৭৮ জন রক্তদান করেন। চক্ষু পরীক্ষা করেন ২৫০ জন। এদিনের রক্তদান শিবিরে ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে।

তথ্য ও ছবি: কুতুব উদ্দিন মোল্লা

০-২ থেকে ৩-২, মিলান ডার্বিতে আট বছর পর সুপার কাপ এসি মিলানের

আপনজন ডেস্ক: টানা তিন বছর সুপারকোপা বা ইতালিয়ান সুপার কাপের শিরোপা জিতে ট্রফিটাকে নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছিল ইন্টার মিলান।
সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ও শক্তি-সামর্থ্য বিবেচনায় গতকাল রাতে এসি মিলানের বিপক্ষে 'মিলান ডার্বি'র ফাইনালেও ফেবারিট ছিল তারা। ম্যাচের ৫১ মিনিট পর্যন্ত সে শক্তির তারতম্য মেনেই এগোচ্ছিল খেলা। রিয়াদের আল আওয়াল স্টেডিয়ামে লাওতারো মার্তিনেজ ও মেহদি তারেমির গোলে এসি মিলান পিছিয়ে গেছে ২-০ ব্যবধানে।
ইন্টারের টানা চতুর্থ সুপার কাপে শিরোপা জয় তখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু এরপরই যেন বদলাতে শুরু করল দৃশ্যপট। ৫২ মিনিটে থিও এর্নান্দেজ এক গোল শোধ করেন মিলানের হয়ে। এরপরও ম্যাচ ইন্টারের হাতেই ছিল। কিন্তু ৮০ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান পুলিসিকের গোল করতেই যেন মনোবল ভেঙে পড়ে ইন্টারের।
অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ানো এই গোল আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে মিলানের। এরপর যোগ করা সময়ে ট্যামি আব্রাহামের গোলে নিশ্চিত হয় ৮ বছর পর মিলানের সুপারকোপা জয়। অন্য দিকে দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও হতাশার এই হারে ইন্টারের জেতা হলো না সুপারকোপার টানা চতুর্থ শিরোপা।
রোমাঞ্চকর গল্প লিখে পাওয়া দুর্দান্ত এই জয়ে এসি মিলানের হয়ে নিজের কোচিং অধ্যায়টাও দারুণভাবে শুরু করলেন সের্জিও কনসেইসাও।
মিলানের হয়ে মাত্র দুই ম্যাচ ডাগআউটে দাঁড়িয়েই পেয়ে গেলেন শিরোপার দেখা। গত ডিসেম্বরে পাওলো ফনসেকার জায়গায় মিলানের নতুন কোচের দায়িত্ব নেন কনসেইসাও। এর আগে তাঁর অধীনে সুপার কাপের সেমিফাইনালে জুভেন্টাসকে হারিয়েছিল মিলান। সেই ম্যাচে মিলান জিতেছিল ২-১ গোলে।

আখ পিষে রস বের করে নেওয়ার মতো বুমরাকে ব্যবহার করা হয়েছে: হরভজন

আপনজন ডেস্ক: ৫ টেস্টে ৯ ইনিংসে বোলিং করেছেন যশপ্রীত বুমরা। ওভারসংখ্যা ১৫১.২। বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে ভারতের বোলারদের মধ্যে শুধু মোহাম্মদ সিরাজই তাঁর চেয়ে বেশি ওভার (১৫৭.১) বোলিং করেছেন। কিন্তু সিরাজ ৫ টেস্টে ১০ ইনিংসেই বোলিং করেছেন। চোটের কারণে সিডনি টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করতে পারেননি বুমরা। পিঠে চোট না পেলে নিশ্চিতভাবেই ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ওভার বোলিংটা বুমরাই করতেন। হরভজন সিং অবশ্য এতেই অসন্তুষ্ট। ভারতের সাবেক স্পিনারের মতে, আখকে চিপে যেভাবে ছোবড়া বানানো হয়, বুমরাকে বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে সেভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে শেষ পর্যন্ত পিঠের অসারতার চোটে পড়তে হয়েছে সর্বোচ্চ ৩২ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা বুমরাকে। যে কারণে সিডনি টেস্টে জয়ের জন্য ১৬২ রানের লক্ষ্যে ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বুমরাকে বোলিংয়ে পায়নি ভারত।
সিডনি টেস্ট তিন দিনে জিতে সিরিজও ৩-১ ব্যবধানে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। হরভজনের মতে, বুমরাকে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে পাওয়া গেলেও ভারতই হারত। তবে লড়াইটা জমত বলেই মনে করেন ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৬৭ ম্যাচে ৭১১ উইকেট নেওয়া হরভজন।
নিজের ইউটিউব চ্যানেলে সাবেক এই অফ স্পিনার বলেছেন, 'আখ চিপে যেভাবে সব রস বের করে নেওয়া হয়, সেভাবে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাপারটা এমন ছিল যে ট্রাভিস হেড এসেছে, বলটা বুমরাকে দাও; মারনাস এসেছে, বলটা বুমরাকেই দাও; স্টিভ স্মিথ এসেছে, বুমরাকেই দাও বলটা।'
হরভজন এরপর বলেছেন, 'বুমরা কত ওভার বোলিং করবে? অবস্থা এমন করে ফেলা হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত তাকে পাওয়া যায়নি। সে থাকলে অস্ট্রেলিয়া হয়তো পঞ্চম (সিডনি) টেস্টটি জিততই, কিন্তু ৮টি উইকেটও পড়তে পারত, কাজটা তাদের জন্য কঠিন হতো। তার পিঠটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাকে দিয়ে কত ওভার বোলিং করানো হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ম্যানেজমেন্টের।'
বুমরাকে এমনিতে সব সিরিজে খেলায় না ভারত। কারণ, চোটের ঝুঁকি আছে। সিডনিতে পাওয়া চোটের কারণেই এ মাসে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে বুমরাকে বিশ্রাম দিতে পারে ভারত। টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর আছে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ওয়ানডে সিরিজেও তাঁর সব ম্যাচ না খেলার সম্ভাবনাও আছে বলে জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। এই টুর্নামেন্টে বুমরাকে পূর্ণ ফিট হিসেবে পেতেই সিদ্ধান্তটি নিতে পারে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।

দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের পরেও মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল

আপনজন ডেস্ক: পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে যেভাবে প্রথমার্ধে ০-২ পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধে চমকপ্রদ ছিনিয়ে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল, সোমবার মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে সেরকমই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণের ভুলে পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারলেন না ক্লেইটন সিলভা, নাওরেম মহেশ সিংরা। ২-৩ হেরে পয়েন্ট তালিকায় ১১ নম্বরেই থেকে গেল ইস্টবেঙ্গল। এদিন জয় পেলে সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জনের লড়াইয়ে অক্সিজেন পেত ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু হেরে গিয়ে সেই সম্ভাবনা কার্যত নষ্ট হয়ে গেল।
শনিবার কলকাতা ডার্বি। তার আগে এদিন হেক্টর ইয়ুস্তে, হিজাজি মাহের, প্রভাত লাকড়া, আনোয়ার আলিরা যে পারফরম্যান্স দেখালেন, তাতে অতি বড় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকও কলকাতা ডার্বিতে জয়ের স্বপ্ন দেখতে পারছেন না।
এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে চাপে রেখেছিলেন বিক্রম প্রতাপ সিং। তবে পি ভি বিষ্ণুর একক দক্ষতায় ইস্টবেঙ্গলও পাল্টা আক্রমণ করছিল। ইস্টবেঙ্গলের ডানদিকে রক্ষণ ও আক্রমণ কোনওটাই ঠিকমতো হচ্ছিল না। লাকড়া বল ধরতে পারছিলেন না, বল ধরলে কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। ৪০ মিনিটে তাঁর পাশ দিয়েই লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেকে বল বাড়ান ব্রান্ডন ফার্নান্ডেজ। বক্সের মধ্যে ফাঁকায় থাকা ছাংতের শট পোস্টে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। এরপর ৪৪ মিনিটে মারাত্মক ভুল করে বসেন হেক্টর। বিপক্ষের অর্ধ থেকে আসা বল নিজে ধরার চেষ্টা না করে গোলকিপার প্রভসুখন সিং গিলকে এগিয়ে আসার ইশারা করেন হেক্টর। কিন্তু সেই বলের গতি বেশি ছিল না। হেক্টরের কাছেই ছিলেন মুম্বইয়ের স্ট্রাইকার নিকোল কারেলিস। তিনি ফাঁকায় বল পেয়ে গোলে শট নেন। সেই শট সেভ করেন গিল। কিন্তু ফিরতি বল জালে জড়িয়ে দেন কারেলিস। প্রথমার্ধে রক্ষণের ভুলে জোড়া গোল হজম করার পর দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে সেই রক্ষণের ভুলেই তৃতীয় গোল হজম করে ম্যাচ হারল ইস্টবেঙ্গল। ৮৮ মিনিটে বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে একসঙ্গে ভুল করে বসলেন আনোয়ার ও হিজাজি। তাঁদের ভুলে ফাঁকায় বল পেয়ে যান কারেলিস। তিনি নিজের দ্বিতীয় এবং দলের তৃতীয় গোল করতে ভুল করেননি।
প্রথম একাদশ গঠনে ভুল বুঝতে পেরে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই লাকড়ার পরিবর্তে নিশু কুমার এবং নন্দকুমারে পরিবর্তে মহেশকে মাঠে নামান ইস্টবেঙ্গলের প্রধান কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। এই পরিবর্তনের ফলে ইস্টবেঙ্গলের রাইট উইং সচল হয়। ৬৭ মিনিটে রাইট উইং দিয়ে বক্সে ঢুকে দুরন্ত শট নেন মহেশ। সেই শট কোনওরকমে সেভ করেন মুম্বইয়ের গোলকিপার রেহেনেশ। ফিরতি বল ধরে বক্সের মধ্যে থেকে মাইনাস করেন মহেশ। সেই বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে জালে জড়িয়ে দেন মুম্বইয়ের ডিফেন্ডার সাহিল পানওয়ার। এই গোল লাল-হলুদ শিবিরকে অক্সিজেন দেয়। এরপরেই সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে জিকসন সিংকে তুলে ডেভিড লাললানসাঙ্গাকে মাঠে নামান অস্কার। এই পরিবর্তন কার্যকর হয়। ৮৪ মিনিটে হেক্টরের ক্রসে বাঁ পায়ের অসাধারণ ভলিতে গোল করে সমতা ফেরান ডেভিড। সেই সময় মনে হচ্ছিল ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়া নিশ্চিত। কিন্তু ফের রক্ষণের ভুল সব লড়াই শেষ করে দিল। মুম্বইয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার সৌভিক চক্রবর্তীকে কেন মাঠের বাইরে রেখে খেলতে নামল ইস্টবেঙ্গল, সেটা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে আনোয়ারের পরিবর্তে সৌভিককে মাঠে নামানো হল। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আনোয়ার ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসেবে মানিয়ে নিতে পারছেন না। তাঁকে সেন্টার ব্যাক হিসেবে খেলালেই ভালো করবেন অস্কার। তিনি হয়তো কলকাতা ডার্বির কথা ভেবে সৌভিককে প্রথম একাদশে রাখেননি। কিন্তু এদিনের হারে দলের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য।

হরিহরপাড়ায় ফুটবল খেলা দেখতে ভিড় জমাল খেলাপ্রেমীরা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া
আপনজন: পদ্মনাভপুর ইয়ং স্টার ক্লাবের পরিচালনায় দুই দিনের ৮ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টর শুভ সূচনা হয় গত সোমবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার পদ্মনাভপুর নদীর ধারে ফুটবল ময়দানে। মঙ্গলবার ছিল ফাইনাল খেলা। এদিন ফাইনাল খেলার শুভ উদ্বোধন করেন হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ। সব খেলার সেরা খেলা ফুটবল। দুইদিন ধরে চলে ফুটবল টুর্নামেন্ট । এদিন ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করে দস্তরপাড়া আজাদ তরুণ সংঘ ক্লাব ও ডোমকলের আমিনাবাদ অগ্রগামী ক্লাব। এদিন এই খেলায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয় চলে দস্তরপাড়া আজাদ তরুণ সংঘ ক্লাব ও ডোমকলের আমিনাবাদ অগ্রগামী ক্লাব। অবশেষে ট্রাইবেকারে জয়ী হয় দস্তরপাড়া আজাদ তরুণ সংঘ ক্লাব। খেলা দেখতে মাঠের চারিপাশে ভিড় জমায় খেলা প্রেমীরা। খেলার শুরুতে ট্রফি হাতে গোটা মাঠ পরিক্রমা করা হয়। চ্যাম্পিয়ন টিমকে চার হাজার এক টাকা সহ সুদর্শন ট্রফি তুলে দেওয়া হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে, এবং রানার্স টিমকে তিন হাজার এক টাকা সহ সুদর্শন ট্রফি দেওয়া হয়। এদিন এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ, পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মুঞ্জুরুল হক (মিলটন) ,ক্লাবের সম্পাদক সাবির আলী, ক্লাবের সভাপতি কামিরুল ইসলাম, ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রাকিবুল শেখ, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ইয়াসমিন বিবি, স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধান মিসানুর বিশ্বাস, ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

খড়গ্রামে ফুটবল টুর্নামেন্টে উপস্থিত সাংসদ শতাব্দী রায়

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি
আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা কান্দি মহাকুমার খড়গ্রাম থানার রোহিগ্রাম যুব সংঘের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল দিনে আজকে দুটি দল ফাইনালে উঠেছে, বীরভূমে মারগ্রাম বনাম মুর্শিদাবাদ নবগ্রাম হিজরোল। এই ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা অভিনেত্রী শতাব্দী রায়, জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ খলিলুর রহমান, নবগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, খড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক আশিস মার্জিত, জেলা পরিষদ সদস্য শাশ্বত মুখার্জি, খড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু আক্তারা বিবি এছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
প্রসঙ্গত বর্তমান যুব সমাজকে সোস্যাল মিডিয়া ও মোবাইল গেমিং থেকে মুক্ত করে খেলার মাঠে ফেরাতে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হয়েছিল খড়গ্রামে। এদিনের ফাইনাল টুর্নামেন্টে বীরভূমের মারগ্রাম ফুটবল টীম ট্রাইবেকারে নবগ্রাম টিমকে হারিয়ে জয় লাভ করে।
ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা দেখতে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আফগানিস্তান ম্যাচ বয়কট করতে ইসিবিকে আহ্বান ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ড কি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলবে?
এমন প্রশ্ন উঠেছে, ইংল্যান্ডের শীর্ষ রাজনীতিবিদেরা ওই ম্যাচ বয়কটের আহ্বান জানিয়ে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডকে (ইসিবি) চিঠি দেওয়ার পর। আফগানিস্তানে তালেবান শাসনে নারীদের প্রতি বৈষম্যের প্রতিবাদেই এমন কিছু করার আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের ১৬০ জনের বেশি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁদের মধ্যে আছেন রিফর্ম পার্টির নেতা নাইজেল ফ্যারাজ ও লেবার পার্টির সাবেক প্রধান জেরিমি করবিনও। আগামী মাসে পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হবে আট দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। টুর্নামেন্টে 'বি' গ্রুপে ইংল্যান্ডের সঙ্গী অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কথা ইংল্যান্ডের। আফগানিস্তান ম্যাচটি না খেলার আহ্বান জানিয়ে চিঠিটি লিখেছেন ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির এমপি তোনিয়া আন্তোনিয়াজ্জি, যে চিঠিতে সই করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরা।
ইসিবির প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ড বরাবর লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, 'আমরা ইংল্যান্ড পুরুষ দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের আহ্বান জানাচ্ছি তালেবান শাসনাধীন আফগানিস্তানে নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর জঘন্য আচরণ নিয়ে কথা বলতে। আমরা এটাও অনুরোধ করছি, ইসিবি যেন আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি বয়কট করার কথা ভাবে। তাতে তালেবানের নির্মম আচরণের বিরুদ্ধে সেই বার্তা দেওয়া হবে।'
চটজলদিই উত্তর দিয়েছেন। উত্তর দিতে গিয়ে গোল্ড বলেছেন, এবার ইংল্যান্ডের একার নয়, এ ব্যাপারে আইসিসির সব সদস্যদেশেরই একমত হয়ে কিছু করার উচিত, 'ইসিবি অবশ্যই তালেবান শাসনে আফগান নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি আচরণের কঠোর নিন্দা জানায়। আফগানিস্তান যে নারীদের ক্রিকেট খেলতে দিচ্ছে না, সে কারণে ইসিবি দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলা থেকে বিরত আছে। তবে কোনো একটি দেশের একাকী প্রতিবাদের চেয়ে আইসিসি যদি সবাইকে নিয়ে কিছু করে, সেটিই বেশি কার্যকর হবে।'
ওয়ানডেতে ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান সর্বশেষ মুখোমুখি হয় ২০২৩ বিশ্বকাপে, যে ম্যাচে আফগানিস্তান হারিয়ে দেয় ইংলিশদের।

ফুরফুরা শরীফে ফুটবল উৎসব

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি
আপনজন: মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ফুরফুরা ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ৪৯ তম দিবারাত্রি ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা। আর ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও এ্যাসোসিয়েশনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ফুরফুরা ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা হুগলি জেলা পরিষদের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ সামিম আহমেদ, ফুরফুরা ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশনের পতাকা উত্তোলন করেন সম্পাদক খন্দকার আব্দুল মান্নান ও ক্রীড়া সম্পাদক কাজী হেদায়েতুল্লাহ।এরপর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। হাজার হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে ফুরফুরা ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশনের মাঠ যেন ক্রীড়াঙ্গনের রূপ ধারণ করে। উপস্থিত ছিলেন সদ্য সমাপ্ত সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের সদস্য অরিত্র ঘোষ ও ইসরাফিল দিওয়ান। টান টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে আট দলের চূড়ান্ত পর্বে ফাইনাল খেলায় জহর স্পোর্টিং ক্লাব, রাজা ফ্যাশন কালেকশনকে ২-১ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী সম্মান অর্জন করে। আজকের মহতি ক্রীড়ানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর লোকসভার চার চার বারের সাংসদ তথা কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তমাল শোভন চন্দ্র, জাঙ্গিপাড়া ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরিজিৎ দাস, সি আই চন্ডীতলা সন্দীপ গাঙ্গুলি,জাঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ অনিল কুমার রাজ,জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেখ আব্দুর রহিম দুল, সমাজসেবী মারুফ মোল্লা, সমাজসেবী কুতুবউদ্দিন তরফদার, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সহ গুনীজন ব্যক্তিরা। এদিনের এই বড় মাপের ও মানের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য উপস্থিত অতিথিগণ ফুরফুরা ওয়াই এম এ এর সভাপতি সভাপতি সামিম আহমেদ ও ক্রীড়া সম্পাদক কাজী হেদায়েতুল্লাহর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদিন জাঙ্গিপাড়া পুলিশ বনাম ফুরফুরা ওয়াই এম এ একটি প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। জাঙ্গিপাড়া থানা ১-০ গোলে ফুরফুরা ওয়াই এম এ কে পরাজিত করে।সঞ্চালনা করেন কাজী জালালউদ্দিন ও বিশিষ্ট শিক্ষক সৈয়দ এহতেশাম মামুন। ফুরফুরা ইয়ং মেনস এ্যাসোসিয়েশনের ফুটবল মাঠের গ্যালারি এদিন কানায় কানায় দর্শকে পূর্ণ ছিল।

ছোটদের নিয়েও রিয়াল মাদ্রিদ 'ফাইভ স্টার'

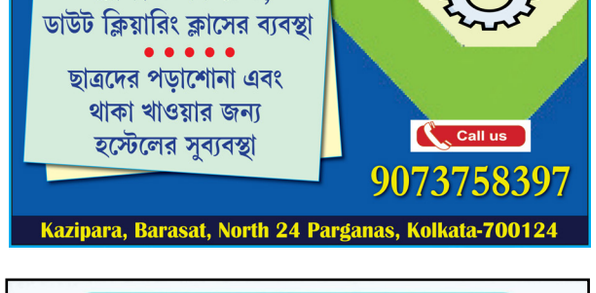

আপনজন ডেস্ক: ২৫, ১৯ ও ১৮-গতকাল রাতে কোপা দেল রেতে রিয়াল মাদ্রিদের আক্রমণভাগের তিন খেলোয়াড়ের বয়স ছিল এমন। আর রক্ষণভাগের চার খেলোয়াড়ের বয়স ছিল এমন-২৫, ১৭, ২১, ২২। পুরো একাদশে ২৫-এর ওপরে খেলোয়াড়ই ছিলেন মাত্র দুজন। ২৬ বছর বয়সী ফেদে ভালভের্দে এবং ৩৯ বছর বয়সি লুকা মদরিচ। বলা যায়, পুরো দলটিতে মদরিচই বয়সের দিক থেকে বেমানান। তাঁকে বাদ দিলে বাকিদের তো কচিকাঁচাই বলা যায়। কিন্তু সেই অনভিজ্ঞতায় ভরপুর দলটিও চতুর্থ স্তরের দল দেপোর্তিভা মিনেরার বিপক্ষে জিতেছে বড় ব্যবধানে। কোপা দেল রের শেষ ষোলোয় ওঠার পথে মিনেরাকে রিয়াল উড়িয়ে দিয়েছে ৫-০ গোলে। রিয়ালের হয়ে এই ম্যাচে জোড়া গোল করেছে আরদা গুলের। একটি করে গোল করেছেন ফেদেরিকো ভালভের্দে, এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও লুকা মদরিচ।
সৌদি আরবে আগামী সপ্তাহে স্প্যানিশ সুপার কাপের ম্যাচ সামনে রেখে মিনেরার বিপক্ষে ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুসসহ দলের মূল খেলোয়াড় অনেককেই বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান আনচেলত্তি। পরীক্ষিতদের বদলে আনকোরাদেরই সুযোগ দেন তিনি। তবে প্রথমার্ধে ৩ গোল করে এমবাপ্পে-ভিনিদের অভাব বুঝতেই দিলেন না বাকিরা। আর সব মিলিয়ে প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগ না দিয়ে রিয়াল ম্যাচ জিতল ৫-০ গোলে। তবে কিছু সুযোগ হাতছাড়া না হলে ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারত রিয়াল। তরুণদের নিয়ে দারুণ এই জয়ের রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, 'আমরা ভালো একটা ম্যাচ খেলেছি।
শুরু থেকেই নিবেদন দেখিয়ে খেলেছি। আমরা শুরুতেই লিড নিয়েছি এবং ম্যাচটা ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছি। আমরা ম্যাচ নিয়ে তৃপ্ত। এখন পরের বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা যাক।'
দলে তারুণ্যের ভিড়েও এদিন আলো ছড়িয়েছেন অভিজ্ঞ মদরিচ। তাঁকে প্রশংসায় ভাসিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, 'সে ফুটবলের জন্য উপহার। যারা তার খেলা কাছ থেকে দেখে তাদের জন্য এটা আরও বড় কিছু। যেমন ভক্ত-সমর্থক, সতীর্থ ও কোচদের। আমার জন্য সে দারুণ উপহার।

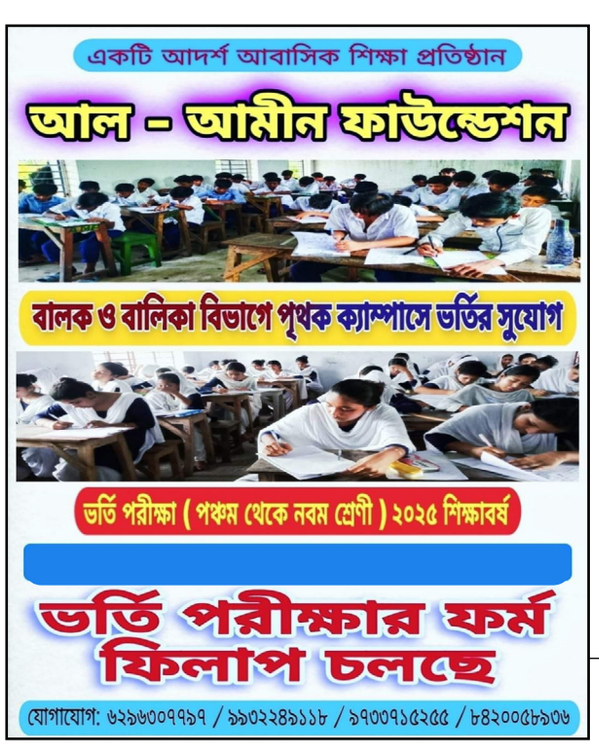

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**